ওঁ

শিবময়ং জগৎ

জয় শ্রীগুরু ভাস্কর স্বরূপায় নমঃ।

ভক্তের ভগবান।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

দ্বারা সংশোধিত।

শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র বসু মল্লিক কর্ত্তৃক

গ্রথিত ও প্রকাশিত।

৺মধুসূদনের রথযাত্রা উপলক্ষে রাধানাথ মল্লিকের লেনস্থ

২২ নং ভবন হইতে নাম বিতরণ।

কলিকাতা।

১১২ নং ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড, বানার্জি প্রেস হইতে

শ্রীযদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৪ সাল।

উপক্রমণিকা।

আজ কাল ধার্ম্মিক সেজে ছুটো ধর্ম্মের কথা কহা একটা সংক্রামক পীড়া হইয়া দাঁড়াইতেছে যে দিকে তাকান যায় সেই দিকেই দেখা যায় ধর্ম্মধ্বজগণ পত পত শব্দে উড়িতেছে আর দেশের যত লোক বাহবা দিতেছে। আমি এ বাহবা চাই না। সদালোচনা করা কর্ত্তব্য, অন্য অসার চিন্তা না করিয়া ধর্ম্মচিন্তায় সময় কাটাইতে গুরুর আজ্ঞা, তাই কয়েকটী গুরুবাক্যের আলোচনা করিলাম। ইহাতে আমার নিজের কোন কারিকুরি নাই, গুরুদেবের শ্রীমুখে যাহা শুনিয়াছি তাহারই আলোচনা করিলাম। আমি সাধুও নহি পণ্ডিতও নহি সুতরাং এ আলোচনা যে নির্দ্দোষ হইবে না তাহা আমি জানি; তবে গুরু-বাক্য অভ্রান্ত এই বিশ্বাসে সেই অভ্রান্ত বাক্য আমার নিজ ভাষায় প্রকাশ করিলাম। ইহাতে ভাষা চাতুর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব, একারণ সাহিত্য-সেবিগণ আমায় ক্ষমা করিবেন। এই কয়েক পৃষ্ঠা পাঠে কাহারও জ্ঞানলাভের আশা নাই;

তবে এ বাক্যগুলি মহদ্বাক্য; এ বাক্য কয়েকটী হইতে যদি মাদৃশ কোন অজ্ঞের কণামাত্র উপকার হয় তাহা হইলেই শ্রম সার্থক। উপসংহারে বক্তব্য যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইলাম।

কলিকাতা,
আষাঢ়। } গ্রন্থকার।

অবতরণিকা।

কালস্য কুটিলা গতিঃ। কালধর্ম্মে যাবতীয় নিয়ম রীতি পদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে বিপর্য্যস্ত। কাল-প্রবাহে সংসার ধ্বস্ত বিধ্বস্ত; সমাজশাসন নিতান্ত শিথিল, শৃঙ্খল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, জাতি বর্ণ আশ্রম সম্প্রদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার সকলই শিথিল-বন্ধন, অবৈধবিধানদুষ্ট, দুষ্টবুদ্ধির দুষ্টসংস্কারে দোষ সম্পৃক্ত। পাত্রাপাত্র বিচার উঠিয়া গেল, অধিকারী অনধিকারী সমানাধিকারী হইয়া দাঁড়াইল। সংস্কার অসংস্কৃত, অনুষ্ঠান অননুষ্ঠিত, বৈধবিধি অবিহিত। সকলেই কাণ্ডাকাণ্ড বিচার বিমূঢ়। সুশিক্ষার অভাবেই যে এই ঘোর অনর্থ সংঘটিত হইতেছে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উপদেশ ও অনুষ্ঠান চরিত্রগঠনের প্রধান সাধন। পরমপিতা পরমেশ্বরের বিচিত্র লীলার বিচিত্র কৌশল, বিচিত্র নৈপুণ্য; সর্ব্বশক্তিমতী পরাশক্তি স্বশক্তির কণাংশে জীবশক্তি সৃষ্টি করিয়া কি অপূর্ব্ব বৈচিত্র বিধান করিয়াছেন! কি মহীয়সী লোকোত্তরা অভাবনীয়া শক্তির পরিচয় প্রদান

করিয়াছেন, জীব চরিত্রে কি অনন্তুসন্ধেয় অননু-ভাব্য রহস্যরাশি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। পরতত্ত্বময় পরমাত্মা পরমপুরুষ বৈষ্ণবী মায়াবলম্বনে মায়াময় জগৎ সৃষ্টি করিলেন; ইহজগতের প্রত্যেক পদার্থই, প্রত্যেক অণুকণাটী পর্য্যন্ত ক্রমোন্নতি পথে ধাবমান, শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যনির্ম্মুক্ত পদার্থ হইতে উদ্ভূত, কিন্তু মায়া বিজড়িত বলিয়াই অবিচ্ছিন্ন নিত্যনির্ম্মুক্তত্বের আভাসমাত্র অবলম্বন করিয়া সৃষ্টপদার্থ শুদ্ধসত্ত্বা লাভের আশায় নানাবিধ আকারে নানা প্রবাহে শুদ্ধসত্ত্বোন্মুখীন হইয়া চলিয়াছে; বিবর্ত্তবাদে এই তত্ত্ব স্পষ্টীকৃত। ইহাতেই জগতের স্থিতি, ইহারই নাম জীব-পরম্পরার মোক্ষাভিলাষ, ইহার জন্যই ধর্ম্ম, ইহার জন্যই কর্ম্ম, এই নিমিত্তই আচার, এই নিমিত্তই অনুষ্ঠান, ফলতঃ এই পরম রহস্যই বহির্জগতের মূলভিত্তি, মায়াময় গুণসূত্র। অনন্তশক্তি লোকোত্তরশিল্পী এই রহস্য বিধান করিয়াই বিচিত্র শিল্প জগতশিল্প বিরচনা করিয়াছেন। জীব ক্রমোন্নতির বশবর্ত্তী বলিয়াই চরিত্রগঠন একান্ত বিধেয়; চরিত্রগঠন কোনরূপে উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। পরম করুণাময় জড় জগতকে

ক্রমোন্নতির পথে চালাইয়া দিয়া গতির বেগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই জীবহৃদয়ে অনুকারিকা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন ও তদুপরি সংসর্গ ও সান্নিধ্যের অপ্রমেয় শক্তিসঞ্চারোপযোগিতা বিধান করিয়াছেন; এবং স্বয়ং নানা রূপে অবতীর্ণ হইয়া বৃত্তি স্ফূর্ত্তি করিতেছেন ও উপদেষ্টৃরূপে উপদেশ দিতেছেন। এই জন্যই তিনি শ্রীমান্ ফাল্গুণিকে বলিয়াছেন,—

> "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

যে স্থানে যে উপদেশ লাভ হয়, যে স্থানে যে অনুষ্ঠান দৃষ্টিগোচর হয় তাহাই চরিত্রগঠনানুকূল এবং তাহাই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং পতিতপাবন শ্রীহরি উপদেষ্টৃরূপে উপদেশ দিতেছেন, অনুষ্ঠাতৃরূপে অনুষ্ঠান করিতেছেন। ইহাই অবতারবাদের মূলতত্ত্ব। "সম্ভবামি যুগে যুগে" ইহার আর অন্য অর্থ কিছুই নাই, সম্ভবামির অর্থ চামুণ্ডারূপে রক্তবীজের নাশ করিব চৈতন্যচন্দ্র হইয়া উদয় হইব না, খৃষ্টরূপে ক্রুশে চড়িব

মহম্মদ হইব না, এরূপ অর্থ কূট অর্থ, ভণ্ডের ভণ্ডামি, তার্কিকের শুষ্কতর্ক, দুষ্টের দুষ্টবুদ্ধির পরিচয়। ঈশ্বর কাহারও পৈতৃক সম্পত্তি নহেন, মনগড়া করিয়া গড়িয়া লইবারও নহেন, তিনি চিরন্তন নিত্য ও নির্ম্মুক্ত; শূকরাকারে তিনিই অবতীর্ণ, দেবেন্দ্র বাসবরূপে তিনিই শচীপতি; তিনিই খৃষ্টরূপে মেরির গর্ভে, তিনিই কৃষ্ণরূপে নন্দালয়ে; তিনিই মহম্মদরূপে আরবে, তিনিই মুসারূপে তুরস্কে; তিনিই অজরূপে বিচরণ করিতেছেন, তিনিই সিংহরূপে তাহাকে ভক্ষণ করিতেছেন। এ সকলই লীলা, সকলই মায়া। প্রপঞ্চময় সংসারে অপ্রপঞ্চ পদার্থ প্রপঞ্চমায়ায় প্রপঞ্চলীলা দেখাইতেছেন। সহৃদয় ব্যক্তি সরলান্তঃকরণে ভক্তি ও প্রেম সহকারে অনুশীলন করিলেই সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হইবেন যে জগতে সকলই এক, ইহাতে শৈবশাক্তে প্রভেদ নাই, খৃষ্টান মুসলমানে পার্থক্য নাই, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদে কোন বিশেষ নাই, কোন ইতরতাই লক্ষিত হয় না; তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের অনুরোধে যাহাই বলুন সে কেবল মুখের কথা; হৃদয়ের কথা স্বতন্ত্র। কেহ কহিলেন শাক্ত

কদাচারী, কেহ বলিতেছেন বৈষ্ণবধর্ম্ম ইতরের ধর্ম্ম, কাহারও মতে খৃষ্টারাধনা ব্যতীত উপায়ন্তর নাই, কাহারও মতে কোরাণের ধর্ম্মই একমাত্র প্রশস্ত ধর্ম্ম। এ সমস্তই অসম্বদ্ধ প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঈশ্বর চিরন্তন ঈশ্বর তিনি আমারও ঈশ্বর, তোমারও ঈশ্বর, তিনি ভারতেরও ঈশ্বর য়ুরোপেরও ঈশ্বর। সাধকাগ্রগণ্য কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন শাক্ত সম্প্রদায়ের চূড়ামণি; কিংবদন্তি এই যে তিনি ৺ কাশীধামে বেণীমাধব মূর্ত্তি দর্শন করেন নাই; একমাত্র অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতেই তাঁহার প্রীতি। কিন্তু রামপ্রসাদ সেন ক্ষণজন্মা মহাত্মা তাঁহার হৃদয় ইতর হৃদয় নহে, তিনি অন্নপূর্ণার শ্রীমন্দিরে অন্নপূর্ণার শ্রীমূর্ত্তিতেই নটবর শ্যামসুন্দর মনোমোহিনী গোপীমনোহারিণী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেমে বিগলিত হইয়া দরদর ধারে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রাণের উৎসাহে ভক্তির উচ্ছাসে প্রেমের হিল্লোলে গাহিলেন "নটবর বেশে বৃন্দাবনে শ্যামা হলি রাসবিহারী।" ভক্তিপ্রাণ তুলসীদাসেরও এই অবস্থা; তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধামে গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে দেখিলেন ভগবান রঘুনন্দন ধনুর্ব্বাণ হস্তে জনক-

নন্দিনীর সহিত একাসনে আসীন, ভক্তের চক্ষে মোহন মুরলী মোহন ধনু রাধাবিনোদিনী জনক-নন্দিনী ঘনশ্যাম নবদূর্ব্বাদলশ্যামরূপে আবির্ভূত। তাহাতেই বলিতেছি সকলই এক, কোন বিশেষ নাই, কোন্ পার্থক্য নাই, ভেদাভেদ সকলই মিথ্যা, শিক্ষার অভাবেই যত বিড়ম্বনা। যাহা হউক উপস্থিত এ বিচার আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে; এথানে আমরা এই দেখাইতেছি ও স্বীকার করিতেছি যে জীব ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিয়া মর্ত্ত্যজগত হইতে পরিত্রাণ পায় এই উন্নতিলাভের জন্য চরিত্রগঠণ এবং তদানুকূল্যে উপদেশ ও অনুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু জগতে উপদেশ ও অনুষ্ঠানের অভাব নাই, জগন্নিয়ন্তা চরাচরগুরু স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং উপদেশ দিতেছেন; এই কথা বলিতেই এতগুলি কথা বলিতে হইল। ফলতঃ উপদেশ ও অনুষ্ঠান ব্যতীত জীবের আত্মত্রাণের অন্য উপায় নাই, কিন্তু এই উপদেশ সাধু উপদেশ ও অনুষ্ঠান সাধু অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক। আজ কাল সমাজে এক প্রকার হঠাৎ অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের নিকট রীতি

পদ্ধাত নাই, পাত্রাপাত্র বিচার নাই; এই কারণেই তাঁহাদের উপদেশ অনর্থক না হইলেও সার্থক হইতে পায় না। যে পাত্রে যে পদার্থ রক্ষিত হইতে পারে তাহার ইতর বিশেষ হইলে পাত্রও নষ্ট পদার্থও নষ্ট; এই জন্যই ঈদৃশ বিজাতীয় বিপর্য্যয় উপস্থিত। মুসলমান সম্রাট-গণের শাসনাধীনে ভারতবর্ষে শিক্ষা দীক্ষা আচার অনুশীলন একেবারে লোপ পাইয়াছে, তাহার পরই পাশ্চাত্য শিক্ষার দুর্বিবসহ ভীষণ বিষে মস্তিষ্ক বিকৃত, বুদ্ধি স্তম্ভিত। ভারতবাসিগণ বিকারগ্রস্ত, ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য; কেবল উপদেশে এ ব্যাধি নিরোগ হইবে না অনুষ্ঠানের প্রবল উদাহরণ এ বিকারের একমাত্র ঔষধ; তাহাতেই বৈদরাজ অনুষ্ঠানঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিকার দূর করিতেই শচীগর্ভসিন্ধু মধ্যে বিমলকান্তি অকলঙ্ক চৈতন্য-চন্দ্ররূপে উদয় হইলেন, ওদিকে অমৃতভাণ্ড প্রেম পশরা মস্তকে করিয়া ভবব্যাধির ধম্বন্তরি অনন্তদেব নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ। চৈতন্যচন্দ্র স্বয়ং অনুষ্ঠান করিলেন, নিত্যানন্দ আচণ্ডালে অযাচিতে অনর্পিত প্রেম প্রদান করিলেন; উপদেশ ও অনুষ্ঠানের যুগপৎ সমবায়। এখনও সে চৈতন্যচন্দ্র

নাই সে নিত্যানন্দ নাই, সে ভক্তগণ নাই, সাঙ্গোপাঙ্গ নাই; কিন্তু পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন; অনুসরণ কর পরিত্রাণ পাইবে। মহাজনরূপে ভগবান জগতে আসিয়া মহামন্ত্র প্রচার করেন; মহাজনের অনুসরণ করিলেই দুর্গম পথ সুগম হয় দুরন্ত রোগ নিরোগ হয়; মহাজনের অনুসরণ ব্যতীত পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই এইজন্যই সত্যসন্ধ ধর্ম্মাবতার মহারাজ যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নে উত্তর করিলেন,—

"বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ঃ বিভিন্নাঃ,
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

অজাতশত্রুর এ মহাবাক্যের শত্রু নাই; এ বাক্য বেদবাক্য, কেহই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। মহাজনের অনুসরণ ও সদ্‌গুরুর আশ্রয় ব্যতীত উপদেশ ও অনুষ্ঠান কোথাও শিক্ষা হইবে না। যদি চরিত্রগঠন করিতে চাও, যদি ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে চাও, যদি পরিণামে আনন্দ উপভোগ করিতে বাসনা থাকে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর। আমার একজন পরিচিত যুবা উৎকট

ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেন। কিছুতেই ব্যাধিমুক্ত হইতে না পারিয়া জীবনের আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিলেন; এবং তখন যেরূপ সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে তত্ত্বজিজ্ঞাসা হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মানুসন্ধান ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা মানবহৃদয়ে অতি সাধারণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বাসুদেব বলিয়াছেন,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতি নোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"

সুতরাং উক্ত যুবক উৎকট পীড়ায় পীড়িত হইয়া যে জিজ্ঞাসাপর হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? তখন হঠাৎ বৈরাগ্য তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। সংসারে ঘোর উদাসীন হইলেন, সংসারে আর সুখ নাই, সংসারে থাকিলেই ক্লেশভোগ করিতে হয়, সংসার অতি কুৎসিত স্থান, স্ত্রীপুত্রগণ আত্মীয় নহে বরং ঘোর শত্রু, পদে পদে অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। অর্থ অনর্থের মূল; সাধন পথের কণ্টক, ইত্যাদি ধারণা ও বৈরাগ্য চিন্তায় যুবার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। যুবা তখন সংসার ত্যাগ করিয়া যাওয়া বৈধ স্থির করিলেন;

এবং উদাসীনের সাজে সঙ্ সাজিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিলেন। যুবার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ছিল সেই বলেই তথায় সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ হইল, পরম ভাগবৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ জনৈক সাধুর সংসর্গ মিলিল। সাধু দেখিলেন পীড়ামুক্ত হইতে না পারায় যুবার শ্মশান বৈরাগ্যের ন্যায় ক্ষণিক বৈরাগ্য জন্মিয়াছে: যতক্ষণ পীড়ার যাতনা ততক্ষণ বৈরাগ্য; পীড়ার উপশম হইলে আর এ ভাব থাকিবে না; এজন্য তিনি যুবাকে পুনরায় সংসারী হইতে বলিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে সংসারই ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রকৃষ্ট স্থান। সংসারে থাকিলে ধর্ম্ম হানি হয় না প্রত্যুত ধর্ম্মজ্ঞান উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া থাকে। শিক্ষার অভাবেই কেবল যত সর্ব্বনাশ ঘটে। যুবক তাঁহাকে দুই একটী তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সাধুও তদুত্তরে অতি প্রাঞ্জলভাবে তত্ত্বের সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর সেই গুরুশিষ্য সম্বাদের আলোচনা করা হইতেছে।

আনন্দমানন্দকরপ্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধরূপং।
যোগেন্দ্রমীশং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং নমামি ॥

ক্রীং কালীকায়ৈ নমঃ।

"ত্বং ভূমিস্ত্বং জলৌঘস্ত্বমসি হুতবহস্ত্বং জগদ্বায়ুরূপা
ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্ব্বিকা হহংকৃতিশ্চ।
আত্মা এবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতীত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥"

ঈশ্বরই ভগবান্।
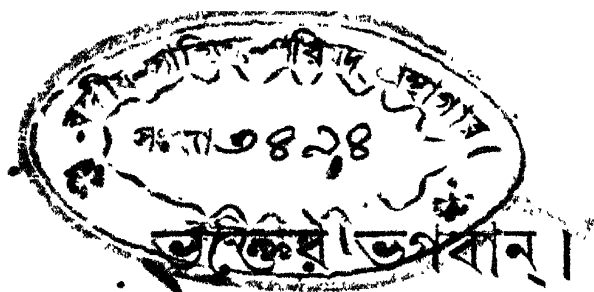
গুরু-শিষ্য।

শি। সত্য কাহাকে বলে ?

গু। প্রমাণ রহিত সিদ্ধান্তের নাম সত্য।

শি। প্রমাণ রহিত কি ? বুঝিতে পারিলাম না।

গু। যাহা স্বতঃপ্রতিভাতঃ, অর্থাৎ আপনাপনি যাহার মীমাংসা হইয়া যায়। যাহারা উপপত্তির জন্য প্রতিজ্ঞার আবশ্যক হয় না ; যাহা হৃদয়ে নিত্য প্রতিফলিত কিছুতেই যাহা পরিচ্ছিন্ন হইবার নহে, তাহাই প্রমাণ রহিত তাহাই সত্য।

শি। এমন পদার্থ কি ?

গু। একমাত্র ভগবান্, যিনি পরিপূর্ণ সত্যস্বরূপ ; অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান বা কল্পনা রহিত নিত্যবস্তু ; যিনি সমস্ত গুণের কার্য্য করিয়াও স্বয়ং গুণাতীত : তিনিই সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানকে সত্য জ্ঞান কহে। সেই সত্য বস্তুর সত্ত্বতেই, তুমি সত্ত্ববান্, যতক্ষণ সেই সত্ত্বা তোমাতেই বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ তুমি কার্য্য কর ; তবে তোমাতে যে, অসত্য ভাগ

হইতেছে সে কেবল মায়া (বা ভগবল্লীলা।) ইহার প্রমাণ ভগবানের দশ অবতারে বা দশ মহাবিদ্যাতে দেখিতে পাইবে; তুমি অবিরাম তাঁহাকে স্মরণ কর বা তাঁহার নাম জপ কর তাহা হইলে তোমার ভ্রম দূর হইবে। তোমাদের দেশীয় মহাত্মা চৈতন্যদেব বলিয়া গিয়াছেন—
"যেই নাম সেই হরি ভজ নিষ্ঠা করি।

* * * *

শি। নাম কি করিয়া হরি হইলেন?

গু। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্যান্নাম নামিনোঃ॥"

শি। নামের গুণ কি?

গু। জপ কর, তৎপর হইবে, শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"অনুগ্রহার্থ ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

শি। নামের এত মাহাত্ম কিসে?

গু। নাম কাহাকে বলে?

শি। যাহা বলিয়া যাহাকে ডাকা যায় তাহাই তাহার নাম।

গুঃ। বেশ বলিয়াছ, আচ্ছা কাহাকে কি বলিয়া ডাকা যাইতে পারে ?

শি। সে-কি প্রভো, যার যা নাম তাকে সেই নামে ডাকা যায়।

গু। এইত বাপু, সব গোল করিলে, নাম জিনিষটা যত সহজ ভাবছ তত সহজ নয়; একটু ভাবিবার বিষয় আছে, "লক্ষণ" এই কথাটী নামের প্রতিশব্দ হইতে পারে, যাহাদ্বারা লক্ষণা অর্থাৎ নির্দ্দেশ করা যায় তাহাই ঐ বস্তুর লক্ষণ অর্থাৎ নাম। যদ্দ্বারা পদার্থের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় তাহাই ঐ পদার্থের নাম। একথা তুমি সম্যক্ বুঝিতে পারিবে না কারণ ইহা ন্যায়শাস্ত্রের কথা ভাষা পরিচ্ছেদ জ্ঞান না থাকিলে ইহা আয়ত্ত করিতে পারিবে না, উপস্থিত এইমাত্র বুঝিয়া রাখ যে নাম কেবল স্বেচ্ছাপ্রকল্পিত অনর্থক অক্ষর সমষ্ঠি নহে প্রত্যুত পদার্থের স্বরূপ পরিচায়ক এই হেতুই নাম ও নামীতে কোন বৈষম্য নাই; নামীর উপলব্ধি হইলেই নামের উপলব্ধি ও নামের উপলব্ধি হইলেই নামীর উপলব্ধি হইবে, অথচ নামী অপেক্ষা সহজেই নামের উপলব্ধি জন্মে, এইজন্য নামের এত মাহাত্ম্য। এইজন্যই পতিতপাবন শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ট চৈতন্যদেব বলিয়াছেন "ভজকৃষ্ণ

কহকৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণপ্রাণধন।” প্রথমতঃ নাম আয়ত্তকর তাহা হইলে ক্রমে আপনা হইতেই সমস্ত বুঝিতে পারিবে।

শি। কি করিলে নাম আয়ত্ত হয়?

শিববাক্য “জপাৎ সিদ্ধি অসংশয়ঃ।”

শি। জপ কি করিয়া করিতে হয়? কেহ কেহ বলেন যে স্থূল জপে বা চীৎকার করিলে কি হইবে?

গু। গুরুদত্ত বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া মুখে এবং করে জপ করিবে। স্থূল জপে যে সূক্ষ্মের কার্য্য হয় না এ কথা তোমাকে কে বলিল? তুমি স্থূল কি সূক্ষ্ম তাহা প্রমাণ করিতে হইলে আর কাহাকে দরকার হয়? তুমিই তোমার প্রমাণ যেপ্রকার সেইপ্রকার ভগবৎ বিষয়ে প্রমাণ বা বিচার করিবার তোমার আবশ্যক নাই “বিশ্বাসে মিলিবে বস্তু তর্কে বহুদূর”। গুরুপ্রদত্ত বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া তিনি যেপ্রকার আচারে জপ করিতে বলিবেন তাহাই করিবে। তাহা হইলেই ক্রমে তোমার ভ্রম দূর হইবে। এ বিষয়ে একটী উপাখ্যান শ্রবণ কর।

কোন সময়ে এক রাখাল বালক গোচারণে যাইয়া একটী সিংহ শাবক পাইয়াছিল সে ঐ শাবকটীকে

লইয়া আসিয়া দুগ্ধাদির দ্বারা প্রতিপালন করে, গো মেষের সহিত ঐ শাবকটী সর্ব্বদা রক্ষিত ও পালিত হইত বলিয়া তাহার প্রকৃতি তদনুযায়ী হইয়া গিয়াছিল; হিংসাদি করিতে শিখে নাই। একদা এক সিংহী আসিয়া দেখিল যে গো মেষ মধ্যে এক সিংহশাবক রহিয়াছে; তাহা দেখিয়া সে আস্তে আস্তে ঐ শাবকের নিকট যাইল। রাখাল বালক সেই সিংহীকে তাহার পালমধ্যে আসিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে নগরবাসী তোমরা আমায় রক্ষা কর, সিংহী আমার দলমধ্যে প্রবেশ করিয়া গো বৎসাদি নষ্ট করিল। তখন নগরবাসীরা চিৎকার শুনিয়া বলিল যে ঐ রাখালবালক সর্ব্বদা সিংহ লইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে ঐরূপ চিৎকার করে সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। ইত্যবসরে ঐ সিংহী তাহার স্বেচ্ছামত কতকগুলি গো মেষ বধ করিয়া সেই শাবকটীকে সঙ্গে লইয়া শোণিত পান করিতে লাগিল কিন্তু সেই শাবকটী উহার মত রক্তপান না করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সেই সিংহী একলম্ফে শাবকটীকে তুলিয়া লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল এবং তথায় তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিল অত ভয় পাইতেছ কেন ? এখন দেখ তোমাতে ও আমাতে অঙ্গের কি প্রভেদ আছে ? তখন সেই শাবকটী বলিল আমি মেষ শাবক তখন সিংহী তাহাকে লইয়া নদীতীরে গেল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে জলে তোমার ঐ প্রতিবিম্বের সহিত আমার আকৃতির কোন পার্থক্য আছে কি ? শাবকটী বলিল কোন অংশেই প্রভেদ নাই,—তখন ঐ সিংহী বলিল তবে তুমি আমার ন্যায় নাদ করিয়া ঝম্প দিয়া নদী পার হইয়া আইস। নদীজলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া সিংহ শাবকের যেমন ভ্রমদূর হইয়া আত্ম-জ্ঞান জন্মিল, তদ্রূপ গুরুদ্বারা পরিমার্জ্জিত অন্তর-দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তোমারও ভ্রম দূর হইবে ও আত্মজ্ঞান লাভ করিবে গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর অন্তরমল দূর করিয়া হৃদয় দর্পণ স্বচ্ছ কর।

শি। আপনি যে জ্ঞানের কথা ও উপাখ্যান বলিলেন তাহা শ্রুতিমধুর কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে কতদূর মনের বলের দরকার করে তাহা আপনিই জানেন, কেন না আপনি আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়া এই কথা বলিতেছেন কিন্তু আমি বস্তুতে আকৃষ্ট, কোন একটী বস্তুর অভাব হইলেই

ব্যাকুল হইয়া পড়ি তখন ভগবান বা ভগবল্লীলা কিছুই বোধ থাকে না।

গু। হে বৎস! দেখ যে মরে সে মরে না, যাহার মরে সেই মরে, মনের যে ধর্ম্ম ও "আমি" এবং "আমার" ইহার নামই মায়া। ভগবৎ কৃপা বা প্রসন্নতা ভিন্ন ঐ মায়া জ্ঞানকে দেখাইয়া দেয় না।

শি। কি করিলে ভগবৎপ্রসন্নতা লাভ হইবে, কি করিলে মায়ার হাত এড়াইব?

গু। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া একান্ত চিত্তে শ্রীহরির নাম জপ কর মায়া আপনি দূর হইবে, নাম জপ ব্যতীত মায়া হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর উপায় নাই। সতত অনন্যমনা হইয়া নিষ্ঠা সহকারে তাঁহার স্মরণ মনন কর, তাঁহার নাম জপকর মায়া বন্ধন ছিন্ন হইবে। ভগবান স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥"

নামে অধিকার হইলেই সকল জ্বালা নিবৃত্তি হইবে।

শি। আমি মহাপাপী আমি কি করিয়া নামের অধিকারী হইব।

গু। নাম জপ কর তাহা হইলেই নামে রুচি হইবে, ক্রমে আপনিই অধিকার জন্মিবে। প্রথমতঃ সাধুসঙ্গ কর সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর নামে প্রীতি হইবে।

"ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা।"

গৌরাঙ্গ দেবও বলিয়াছেন—

"একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে॥"

ঘরে ফিরিয়া যাও, সেখানে সদ্‌গুরুর উপদেশ লইয়া শুদ্ধচিত্তে নাম জপ করিলে, হরি আপনিই কৃপা করিবেন, তোমার সংসার বৈমুখ্যের এখনও সময় হয় নাই।

হে বৎস! মনে করিবে না যে সংসারে থাকিলে অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র লইয়া ভগবৎ কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহার প্রমাণ দেখ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবগণ এবং ব্যাস, বশিষ্ঠে, জনকাদি ঋষিগণও গৃহী ছিলেন এবং ভগবৎ কৃপা লাভও করিয়াছিলেন। আমি এই প্রকার নিঃসঙ্গ দিগম্বর হইয়া পড়িয়াছি। ইহাতে তুমি কিছুমাত্র সংশয়চিত্ত হইওনা। আমার বিবেচনায় সংসারে থাকিয়া যদি এই অপূর্ব্ব ভগবৎপ্রেম বা জ্ঞান লাভ করিতে পারি তাহাই শ্রেয়ঃ। কেবল সংসার ত্যাগ

করিলেই ধর্ম্ম হয় না ; অন্তর নির্ম্মল কর, ভক্তি সাধন কর ; স্বতঃই ধর্ম্মজ্ঞান হৃদয় অধিকার করিবে, প্রেম না জন্মিলে কিছু হয় না।

তুলসীদাসের বচন—

"স্ত্রী ছোড়কে হরি মেলে ত বহুত রহে খোজা।"

এখন যাহাতে ভগবৎ বা আত্মকৃপা লাভ হয় ও ধর্ম্মে মতি থাকে তাহাই করা তোমার কর্ত্তব্য। তোমার অন্ধমাতা বর্ত্তমান রহিয়াছেন তাঁহার তুমিই একমাত্র পুত্র স্মতরাং তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ভিন্ন তোমার অন্য কোন প্রকার সাধনের প্রয়োজন নাই। যদি বল গৌরাঙ্গ দেব বা শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক অবস্থায় গিয়াছিলেন তাঁহাদের অবস্থা স্বতন্ত্র কারণ তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও সুপণ্ডিত হইয়া পরে বৈরাগ্য লাভ করেন এবং বিশেষ কার্য্য উপলক্ষেও তাঁহাদের জন্ম তোমার কর্ত্তব্য ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানোপার্য্যান করা। এসব ত দূরের কথা উপস্থিত সংসার প্রতিপালন বা বৈষ্ণবী লীলা রক্ষাকরা গৃহস্থ আশ্রমের একমাত্র ধর্ম্ম। এক গৃহস্থ আশ্রমেরই অন্তর্গত চতুর্বর্ণাশ্রম এবং ইহাই সনাতন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উপস্থিত সময়ে সকল আশ্রমেরই ব্যাভিচার হইয়াছে বটে কিন্তু তথাপি যতদূর পার ইহাকে রক্ষা করিতে যত্নবান হও ;

এক ব্যক্তি যদি বাতগ্রস্থ হয় তাবলে কি তাহাকে ফেলিয়া দিবে ?

গীতাতেও বলিয়াছেন…

"স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ ।"

বঙ্গদেশীয় লোকের বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ বটে কিন্তু ধারণা রহিত, ভক্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে বঙ্গদেশ অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছিল কিন্তু এখন সকলেই শুষ্ক জ্ঞানী হইয়া উঠিতেছেন। আচার ব্যবহার ধর্ম্ম সব পরিত্যাগ করিয়া জড়জ্ঞান চর্চ্চাতে অগ্রসর হইতেছেন সামান্য বাচনিক জ্ঞান শিক্ষা করিয়া পূর্ব্ব ঋষি ও দেব মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক যথেচ্ছা ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজ গঠন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দেখ তোমাদের শ্রেণীস্থ ধর্ম্মাত্মা স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব ও লালা বাবু কিরূপভাবে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এখন তোমরা ইংরাজ প্রতাপে সভ্য হইয়া রাজনামাভিলাষী ও সংবাদপত্রে কিসে নাম প্রকাশ হয় তাহারই, বৃথা আয়োজন করিতেছে। যদি এসব কথা ভাল না লাগে তবে তুমিও যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পার। মনুষ্যের হাত এড়াইয়া যাইতে পার কিন্তু ধর্ম্মের (কালের) হাত এড়াইবার উপায় কি করিলে ? আমার এই অশীতি বৎসর

বয়ক্রম হইল সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল কালকে নিরীক্ষণ করিতেছি।

শি। তবে আমি এখন কি করিব? ভীষণ সংসার হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

গু। সংসারকে ভীষণ বলিয়া যে তোমার বোধ হইতেছে সে কেবল তোমার কর্ম্মফল মাত্র। তুমি মাতা পুত্র ইত্যাদি ছাড়িয়া যাইবে বটে কিন্তু তোমার মন ও উদর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে জানিও। মনের চেয়ে বন্ধুও কেহ নাই শত্রুও কেহ নাই!

"মনএব মনুষ্যাণাং বন্ধঃমোক্ষ কারণাৎ।"

এই মনই যখন সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে তখন স্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা হয় এবং রজস্তমোগুণ অবলম্বন করিলে বিষয় বাসনা বৃদ্ধি করায়। অতএব তুমি মনকে সত্ত্বগুণে রাখিবার চেষ্টা কর তাহা হইলে ক্রমে সংসার ভয় নিবারণ হইবে।

শি। কোন্ উপায়দ্বারা মনকে সত্ত্বগুণাবলম্বী করা যায়? দয়া করিয়া বলিয়া দিন।

গু। গুরু ও দেবতায় ভক্তি রাখিয়া গুরুদত্ত নাম জপ করিবে।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনে মানদেন কীর্ত্তনিয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এইরূপ ভাবে অবিরাম জপ করিতে করিতে সেই অনাহত ধ্বনি অন্তরে আপনি শুনিতে পাইবে। উচ্চৈঃস্বরে নাদ করিলে শীঘ্রই সেই ধ্বনি বুঝিতে পারিবে; তখন তোমার আর ইচ্ছা করিয়া জপ করিতে হইবে না জপ আপনা হইতেই হইবে সেই অনাহত ধ্বনি হইতে তিন গুণের বিকাশ এবং ঐ তিন গুণ হইতে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী। এই তিন গুণমধ্যে যখন সত্ত্ব প্রধান হইয়া অনুরাগের সহিত গান করে তখন ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এবং ইচ্ছামত বংশী ও নুপুর ধ্বনি শুনিতে বা বুঝিতে পারে। কামাদি ষড়-রিপু তখন সকলই ভগবৎ রতি কামনায় ধাবিত হয়। তুমি পুত্রকে গোপালরূপে, কন্যাকে কুমারী ভগবতীরূপে মাতাকে পরমারাধ্যামহাকালীরূপে এবং পিতাকে শিবস্বরূপে ও সহধর্ম্মিণীকে আদ্যাশক্তিরূপে জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের সেবা কর; এই ভাবে সাধন করিবার জন্য পূর্ব্বে দেবতারা কলিতে জন্ম লইবার বাসনা করিয়াছিলেন। এইরূপে মাতৃপিতৃ স্ত্রীপুত্র পরিবেষ্টিত থাকিয়া অবিরত অনন্যমনে হরিনাম জপ করিতে করিতে আপনিই সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইবে; বাসনা দূর হইবে কামনার লেশ পর্য্যন্ত থাকিবে না। এবম্বিধভাবে সংসারে থাকিলেও তুমি সংসার বিমুখ সন্ন্যাসী বিষয়লিপ্ত হইলেও নির্লিপ্ত। গৃহে থাকিলেই

গৃহী হয় না, বনগমন করিলেও বানপ্রস্থ হয় না; গৃহও বন হয় অরণ্যও গৃহ হইতে পারে, সমস্তই মনের উপর নির্ভর করে, মন যদি বিষয়াসক্ত হয় গৈরিক পরিলে বা অঙ্গে ভস্ম মাখিলে তুমি যোগী হইতে পারিবে না; আর মন যদি স্বতঃই সংসারসুখে বিমুখ হয় সহস্র বিষয় ভোগ করিলেও তুমি অনাসক্ত বৈরাগী, জোর করিয়া মনে বৈরাগ্য জন্মান যায় না, জোর করিয়া সংসারী হওয়া যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভোগাভিলাষ পূর্ণ না হয় ততক্ষণ ভোগ করিতে থাকি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৎসংসর্গ করিয়া সদালোচনা ও নির্ব্বিকৃতচিত্তে অবিরাম নাম জপ কর, মায়াবন্ধন ছিন্ন হইবে বাসনার অবসান হইবে, ভোগাভিলাষ চিরকালের জন্য তিরোহিত হইবে; নচেৎ সহস্র মস্তক মুণ্ডণ কর গৈরিক পরিধান কর সহস্র হবিষ্যান্নভোজী হও তুমি যে বিষয়ী সেই বিষয়ী; বাহ্যে তুমি বিরাগীর ভান করিবে কিন্তু মন তোমার অন্তরে থাকিয়া অন্তরে অন্তরে বিষয় চিন্তায় ব্যস্ত থাকিবে তাহাতে উপকার দূরে থাক ঘোর অনিষ্টপাত অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই ভগবান যদুনন্দন স্বয়ং ধনঞ্জয়কে উপদেশ দিয়াছেন—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃস উচ্যতে॥"

ইচ্ছা করিলেই ইচ্ছা জয় হয় না; চেষ্টা করিয়া

বাসনা নিরাশ করা যায় না, সকলই কর্ম্মসাপেক্ষ, তুমি যে পদবীতে আছ তদুপযোগী কর্ম্ম কর; কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষা করিওনা; শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মফল অর্পণ কর, কৃষ্ণের সংসারে কৃষ্ণের কার্য্য করিবার জন্য কৃষ্ণদাসকে (আমাকে) কৃষ্ণ পাঠাইয়াছেন কৃষ্ণের কার্য্য করিতেছি ইহার ভাল মন্দ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখিয়া কর্ম্মকর সকল আশাই পূর্ণ হইবে,—অনায়াসে ভবযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে, ধার্ম্মিক সাজিলেই ধার্ম্মিক হইবার যো নাই। ধর্ম্মটীত সামান্য বস্তু নহে। একবার বেদান্ত বা গীতা পড়িয়াই জ্ঞানী হইবে এ আশা দুরাশা। যে জ্ঞানের জন্য অনন্তকাল শিব ধ্যানস্থ রহিয়াছেন, ঋষিরা জীবন উৎসর্গ করিয়া যাহাকে আরাধনা করিতেছেন সেই জ্ঞান এত অনায়াস লভ্য নহে। কর্ম্ম কর কর্ম্ম মোচন হইবে। নাম জপ কর পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু তাই বলিয়া একবার হরি বলিলে সমস্ত পাপ যাইবে এই ধারণা করিয়া যথেচ্ছাচার করিলে চলিবে না। যদিও মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন—

"একবার হরি বলিলে যত পাপ হরে।
জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে॥"

কিন্তু তিনি কি ভাবে বলিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। একবার মুখে লোক দেখান হরি বলিয়া স্বেচ্ছামত কার্য্য করিলে শ্রীগৌরাঙ্গের মত হরি বলা

হয় না, হার বলার মত হরি বল আর পাপ থাকিবে না। তিনি যে ভাবে বলিয়া গিয়াছেন সে ভাব যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে অন্য ভাব কখনই মন মধ্যে আসিতে পারে না। যদি রসনায় একবার সেই ভাবে নাম উচ্চারণ করিতে পারে সে রসাস্বাদন হইলে তখন তাহার আর চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় রসে পরিতৃপ্তি হয় না। কেবল মাত্র সেই ভাবে বিভোর হইয়া যায়। এখন তোমরা লোক দেখান মুখে হরি বলিয়া তাঁহার মহাবাক্য সুধু কথায় আনিয়া ফেলিয়াছ ও যথেচ্ছাচার ব্যবহার করিতেছ। তাহাতেই তোমাদের এই দুর্দ্দশা বা হরি নামেও আর লোকের ভক্তি হয় না। তুমি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে হরি বলিতে থাক যখন ঠিক সেইরূপ বলিতে পারিবে তখন আর কোন ভয় থাকিবে না; আর পাপ তোমায় আশ্রয় করিতে পারিবে না। তখন এই সংসার তরঙ্গ যাহাতে তুমি এত ভীত হইতেছ ক্রমে ক্রমে দেখিবে একটী ছায়া বাজির মত; যেমন কোন সময়ে একটী বাজিকর আসিয়া ডঙ্কা বাজাইল তাতে অনেক প্রকার লোক আসিয়া তামাসা দেখিবার জন্য জুঠিল এবং নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত তামাসা দেখিল পরে তামাসা ভঙ্গ হইয়া গেল তখন কেবল সেই বাজিকরও ডঙ্কা রহিল সেই প্রকার পুত্র কন্যা যাহা দেখিতেছ ইহা কেবল তামাসা মাত্র; যখন দীর্ঘ স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া যাইবে তখন দেখিবে কিছুই

নাই কেবল মাত্র প্রমাণ রহিত তুমিই রহিয়াছ যখন শ্রীগৌরাঙ্গের মত হরি বলিতে পারিবে তখনই এই জ্ঞান সম্ভবে। কিন্তু হে বৎস! মৃত্যু বোধ থাকিতে জন্ম বন্ধ হইবার নহে এই মৃত্যু ভয় আত্মকৃপা বা ভগবৎ কৃপা ভিন্ন রহিত হয় না। বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্য সঞ্চয়ের দ্বারা এক মাত্র গুরু শঙ্করাচার্য্যের লাভ হইয়াছিল এবং বঙ্গদেশী গৌরাঙ্গ দেবেরও লয় কেহই দেখিতে পান নাই এবং এখনও পশ্চিম প্রদেশে অনেক মহাত্মাদিগের শরীরও এই প্রকার লয় হয় তাঁহাদের মৃত দেহ পাওয়া যায় না।

শি। হে ভগবন! আপনি বলিলেন হরি অখণ্ড পরিপূর্ণ স্বরূপ তখন তাহার আরাধনা কি?

গু। হে বৎস! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য বটে কিন্তু এখন তুমি তোমার সেই পরিপূর্ণ রূপ ভুলিয়া গিয়াছ, অমুকের পুত্র আমি, আমি সদ্বংশজাত, আমার ধন ঐশ্বর্য্য আছে, এইরূপ নানা প্রকার আত্মাভিমানে মত্ত হইয়া তোমার সেই পূর্ণরূপ কি ধারণা করিতে পার? না এক্ষণে বাচনিক পরিপূর্ণ স্বরূপ শুনিয়া বলিতেছ যে ঈশ্বরের আরাধনার আর প্রয়োজন নাই; তাহার প্রমাণ তুমি যদ্যপি এক্ষণে বাটী যাইয়া তোমার পুত্রের অসুখ দেখ: তাহা হইলে এই যে তুমি বাচনিক

পরিপূর্ণ স্বরূপ বলিতেছ তোমার এ জ্ঞান তখন কোথায় চলিয়া যাইবে এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখ ঐ বাক্য সত্য কি না ? এই যে পরিপূর্ণ স্বরূপ ধারণা করা ইহা বহু জন্মার্জ্জিত সাধন সাপেক্ষ তাহারও প্রমাণ দেখ স্বয়ং ভগবান বক্তা তথাপি তিনি যখন অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন তখন সপ্তদশ বার ভুল হইয়া অষ্টাদশ বারে তবে ঠিক হইয়াছিল।

তিওট--কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

পরম পদে আশ্রয়লও মন,

(ভুলনা সম্পদে)

সংসার পদে বিপদ পদে পদে

রবে নিরাপদে যদি মজ কৃষ্ণের অভয় পদে

গয়াসুরের শিরে যে পদ নিস্তারের উপায়

ত্রিলোক নিস্তারিণী ত্রিপথ গামিনী তরঙ্গিণী গঙ্গা হয় যে পদে।

(লোফা) কিবা নির্ম্মল কমল—চরণ কমল হতে অতি সুকমল চরণ—একবার যে হৃদয়ে ধরে ওসে জনমে কি ভুলিতে পারে ভক্তের মন ভৃঙ্গ ঐ চরণে সদা মত্ত থাকে কেবল মধুপানে ॥

ও মন একবার পদ চিন্ত, সেই পদ চিন্তা করে ভবে অনায়াসে নিশ্চিন্ত হবি ওমন যে চরণে সমুদয় চতুর্বর্গের ফলোদয় ও আছে ধর্ম্ম অর্থ কাম আদি মোক্ষ ফলের বৃক্ষ আছেরে।

আছে বজ্র চিহ্ন কৃষ্ণের অভয় পদে ওসে বজ্র লয়ে ধর ঘোর বিপদে ও সেই বজ্র দেখে শমন পারবে না তোর নিকট যেতে।

(বিরাম) শ্রীধর্ম্ম চরণ মহিমা শ্রীচরণের গুণ কেবা জানে শিব সদানন্দ বিনে, নয়ন মুদে ত্রিপুরারী নয়নে বয় বারি বম্ বম্ বম্ গাল বাজায় বলে হরি হরি প্রেমে মা তোমারা হরিপদ উদ্ভবা গঙ্গা মস্তকেতে ধরি শিঙ্গায় বলে রাম রাম ডম্বুরে বলে হরি। প্রেমে মত্ত ভোলা।

শি। এখন আমি কি নাম জপ করিব এবং কি প্রকারে জপ করিব তাহার সহজ উপায় বলিয়া দিউন, কারণ আমি কলির রোগগ্রস্ত শরীর ধারণ করিয়াছি; যম; নিয়ম, আসন প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ সাধন বা উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিবার ক্ষমতা নাই।

গু। হে বৎস! দেখ এই অনন্ত কাল মধ্যে ঋষি প্রণীত অনন্ত শাস্ত্র অনন্ত উপাসনা অনন্ত দেব দেবীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক দীন ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়া বাজারে উপস্থিত হইল তথায় দেখিল যে অনন্ত প্রকার দ্রব্য সুসজ্জিত রহিয়াছে কিন্তু তাহার হাতে পয়সা না থাকায় কোন দোকানীর নিকট প্রার্থনা করিল যে আমায় কিছু খাইতে দাও। সেটী মেওয়া জিনিষের দোকান অতএব দোকানী তাহাকে জিনিষের পরিবর্ত্তে একটী পয়সা দিল, তখন সে ঐ পয়সাটী পাইয়া বিচার করিতে লাগিল কি খাইব, হে বৎস তুমি এখন তাহাকে কি খাইতে

বল ? যাহাতে ঐ অল্পমূল্যে তাহার উদর অধিক পূর্ণ হয় তাহাই খাওয়া কি তাহার কর্ত্তব্য নহে ? তোমার পক্ষেও তাহাই এই অনন্ত দেব দেবীর মধ্যে যাহা তোমার উপযোগী তাহাই তোমার উপাস্য। গুরু পদাশ্রয় কর তিনিই উপাস্য দেখাইয়া দিবেন উপাসনা পদ্ধতিও বলিয়া দিবেন। দেখ এজগত গুরুতেই পরিপূর্ণ কিন্তু শিষ্য হওয়াই বড় কঠিন ; শিষ্য হইতে পারিলে তখন গুরু আপনি মিলে। তাহার প্রমাণ দেখ যখন ধ্রুব নিবিড় অরণ্যে যাইয়া প্রাণপণে হরিকে ডাকিয়া ছিল তখন নারদকে সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে আসিয়া উপদেশ দিতে হইয়াছিল। তুমিও প্রাণ পণে তাঁহাকে ডাক তাহা হইলেই তোমার গুরুলাভ আপনিই হইবে। কর্ম্মী হইয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে চেষ্টা কর, সতত ঈশ্বর তোমার সম্মুখে বিদ্যমান তুমি যাহা করিতেছ সকলই তাঁহার ইচ্ছায় ; তোমার নিজের কিছু নাই তোমার পুত্র তোমার পুত্র নহে কৃষ্ণের পুত্র তোমার স্ত্রী তোমার নিজের নহে শ্রীকৃষ্ণের তোমার ধন ঐশ্বর্য্য তোমার নহে সকলই বিশ্বরাজের তুমি তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী সেবক তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত আছ তাঁহার ধন রক্ষা করিতেছ তাঁহার ধনে

তাঁহার স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন করিতেছ মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিনপাত কর ; কিন্তু অবিরাম প্রেম ভরে নাম লইতে ভুলিও না, গুরু আপনি মিলিবে। শুদ্ধা ভক্তি অনুশীলনে হৃদয় পবিত্র হইবে, অনুরাগ স্বতঃই আবির্ভূত হইবে, কামনা নিবৃত্ত হইবে। অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ভক্তি ; তুমি তাহারই অধিকারী হও গোপীজনবল্লভ অচিরে কৃপা করিবেন ; কিন্তু দেখ বৎস ভ্রমেও যেন হৈতুকী ভক্তি সাধন না করিয়া ফেল। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান্ কপিলদেব দেবহূতিকে বলিতেছেন—

"অহৈতুক্য ব্যবহিতা যা ভক্তি পুরুষোত্তমে।
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ ॥"

এই অহৈতুকী ভক্তি সাধন করিলে তখন জগত কৃষ্ণময় দেখিতে পাইবে, তখন আর গুরুর অভাব থাকিবে না। ফলতঃ 'ভক্তিই মূল, ভক্তি সাধন কর পরম গুরু মিলাইয়া দিবেন।' গুরুর দোষ গুণ বিচারের তোমার অধিকার নাই, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে গুরু করিয়া দিবেন তাঁহাকেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জানিবে। অব্যাহতচিত্তে তাঁর প্রতি ভক্তি করিবে কৃষ্ণ ভক্তির পরিণাম জানিবে।

একটী উপাখ্যান শ্রবণ কর, কোন সময়ে এক শিষ্য

বাটী গুরু উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাহার এক শিশু সন্তান সুবর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া নিদ্রা যাই-তেছে। গুরু কলির ব্রাহ্মণ তাঁহার মনে অলঙ্কারের লোভ জন্মিল এবং কি উপায়ে ঐ অলঙ্কার গুলি আত্ম-সাৎ করিবেন তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। শিষ্য গুরু আসিয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি পাদ্যার্ঘ প্রদান পূর্ব্বক বসিতে আসন দিয়া বাজারে অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে গেল। তখন গুরু তার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া শিশুটীকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেন ও তাহার গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার গুলি খুলিয়া লইয়া পুটুলিতে বাঁধিতেছেন এমন সময় শিষ্যাণী আসিয়া পড়িল এবং উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল ঐ চীৎকার শব্দ শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে লোক জন আসিয়া গুরুকে ধরিয়া কি করিবে সে বিষয় সকলে যুক্তি করিতে লাগিল তন্মধ্যে একজন বলিল যে শিশুটীর পিতাকে বাজার হইতে আসিতে দাও। এমন সময় সে বাজার হইতে গুরুর জন্য নানা প্রকার দ্রব্যাদি লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া গোলযোগ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে এত গোল মাল কিসের? তখন তাহার বন্ধুবর্গ তাহাকে সমস্ত বিবরণ বলিল তাহাতে সে বলিল তোমরা কেন এত গোলযোগ করিতেছ? আমার সন্তানের কিছুই হয় নাই, এই বলিয়া ঐ গুরুর পদধুলি

লইয়া সন্তানের গাত্রে দিল; তৎক্ষণাৎ সেই সন্তান জীবিত হইয়া উঠিল; তখন সে গুরুকে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া যাইতে বলিল। গুরু চলিয়া গেলেন কিন্তু তাঁহার মনে মনে এই অহঙ্কার জন্মিল "যখন আমার পদ ধূলিতে, মৃত ব্যক্তি, জীবন পাইল তখন আমি নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইয়াছি," এই আত্মাভিমানে আর এক শিষ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া তাহার সন্তানটীকেও ঐ প্রকার হত্যা করিয়া অলঙ্কার গুলি আত্মসাৎ করিলেন পরে যখন তাহারা এই বিষয় জানিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইল তখন তিনি বলিলেন যে তোমরা কেন আমায় বন্ধন করিতে আসিতেছ? আমার পদধুলি লইয়া ঐ সন্তানের অঙ্গে লেপন কর তাহা হইলেই সে পুনর্জ্জীবিত হইবে, তাহারা তাহাই করিল, কিন্তু ঐ সন্তান জীবিত হইল না তখন গুরু বলিতে লাগিলেন যে আমার অমুক শিষ্যালয়েও এইপ্রকার ঘটনা হইয়াছিল কিন্তু সে সন্তান বাঁচিয়াছে ইহা শুনিয়া তাহারা তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল "গুরুদেব আপনি সর্ব্বনিয়ন্তা আপনি ইচ্ছাময় সকলই আপনার ইচ্ছা, পুত্রও আপনি, পুত্রের মৃত্যুও আপনি, পুনর্জ্জীবনও আপনি।"

গু: বাপু গুরুর প্রতি অমানুষিক ভক্তির আবশ্যক, যাহার সেই বিশ্বাস লাভ হইয়াছে সে স্বইচ্ছায় কার্য্য করিতে পারে।

শি। প্রভো ভক্তিসাধন কিরূপ ?

গু। ভক্তির নয়টী অঙ্গ ইহার যে কোনটী সাধন করিলেই ভক্তি সাধন হয় পদ্যাবলীতে উক্ত হইয়াছে—

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসিকঃ কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে॥
অক্রূরস্ত্বভি বন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বং স্বাত্ম-নিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং॥"

শি। জ্ঞান আর ভক্তির সম্বন্ধ কি ?

জ্ঞান ও ভক্তি একই বস্তু যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মি। জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি হয় না এবং ভক্তি না হইলেও গুরুলাভ হয় না, হে বৎস! গুরু কি এবং কাহাকে বলে তাহাই তুমি জানিতে ইচ্ছুক হও। গুরু প্রসন্ন হইলে বা গুরুলাভ হইলে তখন ভগবল্লাভ আপনিই হইবে। তুমি আপনাকে তৃণ অপেক্ষা লঘু জ্ঞান করিয়া কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত বস্তুতেই সেই ভগবৎ সত্ত্বা ভাবনা করিবে যদি ইহাও না করিতে পার তাহা হইলে মনকে সর্ব্বদা শান্ত রাখিতে চেষ্টা কর, মনের আশা বা বেগকে নিরাশ করিবার সামর্থ নাই বটে, কিন্তু বিচার ও সৎসঙ্গ দ্বারা সময়ে শান্ত হইবে, সৎসঙ্গ কাহাকে কহে তাহা তোমার হয়ত বোধ হয় নাই সৎ অর্থাৎ পরমাত্মা যদি সে সঙ্গ তোমার পক্ষে দুর্ল্লভ হয় তবে যেসব ব্যক্তি পরমাত্ম

চিন্তাতে রত অর্থাৎ পরমাত্ম-তত্ত্ব চিন্তায় আত্মোৎসর্গ করিয়া নীচ বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গ করিবার চেষ্টা করিবে যদি বল তাঁহাও দুর্লভ; তাহা হইলে গুরু প্রদত্ত বাক্যে অচল বিশ্বাস রাখিয়া যে কোন উপায়ে পার সেই বাক্যের সঙ্গ কর। যে স্থানে যাইলে অথবা যে লোকের সঙ্গ করিলে দেখিবে কাম ক্রোধ ইত্যাদি মনো-বৃত্তির উত্তেজনা হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে যাঁহার নিকট যাইলে আমি মানী, পণ্ডিত, ধনী ইত্যাদি মনের অহঙ্কার-বৃত্তি সাহায্য না পায় এবং মনেতে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি আসিতে না পারে এবং যিনি সর্ব্বদা অভয়দান করেন এই প্রকার ব্যক্তির সঙ্গ করিবে।

যাহাকে দেখিলে হয় ভাবের উদয়।
পরম বৈষ্ণব সেই জানিও নিশ্চয়॥

শি। জ্ঞান ও ভক্তি যে আপনি একই জিনিষ বলিলেন তাহা আমি বুঝিতে পরিলাম না।

গু। হে বৎস! জগত মায়ার কার্য্য এবং একমাত্র তিনিই সত্য ইহার নাম জ্ঞান, এই জানিয়া তাঁহাতে স্থিত হইবার জন্য যে উদ্যোগ তাহারি নাম ভক্তি। ঐ ভক্তি দেখাইবার জন্যই অভক্তকুলে তিনি ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের উদ্ধার করেন যেমন প্রহ্লাদ। অধোক্ষজ যে ভগবান

তাঁহার নিকট ভক্ত এবং অভক্ত দুই সমান কিন্তু লীলা করিতে হইলে আত্মস্বরূপ বা চিদাভাস দরকার করে। তদ্ব্যতীত লীলা হয় না, যেমন দেব ও অসুর। তাহার প্রমাণ দেখ, যখন অসুরেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে তখন দেবতারা আত্ম-রক্ষার্থে একটী বিশেষ শক্তির আবির্ভাব করান। একদা কৈলাসেতে শিব ধ্যানস্থ রহিয়াছেন নন্দী ভস্ম মাখাইতেছেন এমন সময় একটী ভীষণ শব্দ হইল ঐ শব্দ শুনিয়া নন্দী ভয় পাইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিল প্রভো! এ ভীষণ শব্দ কিসের জন্য? ইহাতে আমার বড় ভয় হইতেছে। তখন শিব বলিলেন হে বৎস! মহাতপা নামক পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহাতে দশানন নামে এক রাক্ষসের জন্ম হইল। পরে পুনর্ব্বার ঐ প্রকার ভীষণ শব্দ হইল; তাহা শুনিয়া নন্দী আবার জিজ্ঞাসা করিল যে অদ্য এত ঘন ঘন ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইতেছি কেন? তখন তিনি কহিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ নামক পর্ব্বত শৃঙ্গ পাতিত হইল তাহাতে ভগবান্ রাক্ষসকে বিনাশ করিবার জন্য নরলোকে রামরূপে অবতীর্ণ হইলেন; আবার ঐ প্রকার আর এক ভীষণ শব্দ হইল। নন্দী আবার জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন যে শান্তি-

শৃঙ্গ পতিত হইল ইহাতে রাবণ বধ হইয়া গেল। তখন নন্দী বলিল এবার আমি বুঝিতে পারিয়াছি, এ সমস্ত আপনার লীলামাত্র; কেননা আমি মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম যে এতদিন গায় ভস্ম মাখাইলাম কিন্তু সুখ ঐশ্বর্য্য কি তাহা কিছুই দেখিলাম না; এক্ষণে আপনার মর্ত্তলোকের সুখ এইত, এই মহাবল পরাক্রমশালী রাক্ষস রাজা হইল আবার পরক্ষণেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল; আমার ভ্রম দূর হইয়াছে, অতএব আমাকে ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে তোমরা এই পুরাণোক্ত বাক্যকে উপকথা বলিয়া মনে করিতে পার, কিন্তু ইহা প্রকৃত ঘটনা। এই সামান্য পুরাণোক্ত শিব-রহস্য যখন ধারণা করিতে পারনা তখন তুমি যে কুটস্থ চৈতন্য-স্বরূপ তাহা কি রূপে ধারণা করিবে?

শি। আপনি কুটস্থ বা আত্মা যাহাকে বলিতেছেন তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা।

গু। হে পুত্র! আত্মবোধ হইলে তখন তোমার ও আমার পার্থক্য কিছুই থাকিবে না। আত্ম বোধ হইলে নর নারায়ণ স্বরূপ হইয়া যায়। আর এই আত্মবোধই জগতে দুর্ল্লভ বস্তু। যাহাকে জানিলে আর জানিবার ইচ্ছা থাকে না; যাহা দেখিলে

আর দেখিবার ইচ্ছা থাকে না ; যাহা শুনিলে আর শুনিবার ইচ্ছা থাকে না ; সেই পরাবিদ্যাকে ঋষিরা রাজবিদ্যা বলিয়া গিয়াছেন তুমি নিম্ন-লিখিত ধ্যান কর তাহা হইলে ক্রমে বুঝিতে পারিবে।

পরিপূর্ণে চিদাকাশে নির্ব্বিকল্পে নিরঞ্জনে ।
ভূতপঞ্চলয়ং দৃষ্ট্বা সর্ব্বশুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥
অহমেবায়ম্ সর্ব্বঃ সচরাচরবিগ্রহঃ ।
ইতি জ্ঞাত্বা শরীরেঽস্মিন্ ক্রিয়ন্তে কর্ম্ম কোটিভিঃ ॥
নিষ্ক্রিয়ৈব পরাপূজা মৌনমেব পরন্তপঃ ।
অচিন্ত্যৈব পরং ধ্যানং অনিচ্ছ্যৈব পরংপদং ॥

এস্থলে ইহা মনে করিবে না যে অমুকের পুত্র আমি এবং অমুক কার্য্যসিদ্ধ করিবার জন্য এই চিন্তা করিতেছি। এই যে পুঁয রক্ত গঠিত দেহ যাহাতে তোমার এত যত্ন, ইহা অল্পক্ষণ স্থায়ী। ভোগের ইচ্ছা নিবৃত্ত হইবার নহে ; তবে আত্মকৃপা প্রাপ্ত হইলে ইহাও নিবৃত্ত হইয়া যায়। ভোগকে ছাড়িয়া যাইলে যে ভোগ পরিত্যাগ করা হইল তাহা নহে ভোগ বিশেষ উপভোগ করিয়া তাহাকে চিনিয়া অর্থাৎ তাহার দোষগুণ বিচার করিয়া লইতে হইবে নচেৎ কোন না কোন সময়ে ঐ ভোগে পতিত হইতে হইবে। ভোগও কর মনও ভগবচ্চিন্তায় রত রাখ তাহা হইলেই ক্রমশঃ ভগবৎকৃপায় আত্মদর্শন

হইলেই আত্মরমণ বা আত্মারাম হইতে ইচ্ছা হইবে। তখন আর সামান্যবিষয় ভোগ ইচ্ছায় মন পরিতৃপ্ত হইবে না। সে সময় স্বভাবতঃ মন আত্মাতেই যাইবার প্রার্থনা করিবে, এবং তখন বিষয় ইচ্ছা আপনিই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে।

শি। ভগবন্ জাতিভেদ কি? তাহার কি কোন কারণ আছে?

গু। জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোত্তমঃ।
বেদপাঠাৎ ভবেৎ বিপ্রঃ ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

যেমন পারঘাটে পার করিতে হইলে জাতি দেখিয়া পার করে না যাহার যাইবার প্রয়োজন আছে তাহাকেই পার করে সেইপ্রকার মুক্তির সময়ও জাতিভেদ নাই। যে গুরুপদ তরণী আশ্রয় লইবে সেই পার অর্থাৎ মুক্তি পাইবে। মনে কর এক ব্যক্তি একটী চৌতল বাটীর ছাদে উঠিয়াছে সেও আকাশ পাইয়াছে আবার এক-ব্যক্তি একটী দ্বিতল বাটীর ছাদে উঠিয়াছে সেও আকাশ পাইয়াছে; আবার যে মাটিতে দাঁড়াইয়া আছে সেও আকাশ পাইয়াছে। তাহা বলিয়া তুমি মনে ভাবিও না যে জাতিভেদের আবশ্যক নাই; কারণ ঋষিরা সমাজ রক্ষার জন্য জাতিভেদের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অতএব সমাজের উপর তোমার কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ

করিবার আবশ্যক নাই। যাহাতে মুক্তি পাইতে পার তাহার চেষ্টা কর।

শি। ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞান কিপ্রকারে আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের হইবে তাহা বুঝাইয়া দেন।

গু। ব্রাহ্মণ যে কি বস্তু তাহা আমি মুখে বুঝাইয়া দিতে পারিতেছি না। এ বিষয়ে একটী উপাখ্যান শ্রবণ কর। কোন সময়ে এক ব্রাহ্মণ পথশ্রান্তে অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়া যাইতে যাইতে সম্মুখে গঙ্গা দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল এবং জলে নামিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক জলপান করায় পিপাসার শান্তি হইয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ করিলেন; এবং গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে অদ্য তোমার নির্ম্মল সলিল পানে বড়ই প্রীত হইয়াছি অতএব তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। ইহাতে গঙ্গা বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন; এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে দেবাদিদেব মহাদেব আমাকে শিরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন সেই আমাকে আজ একজন সামান্য নরলোক ব্রাহ্মণে বর দিবে; এই ভাবিয়া ব্রহ্মার নিকট যাইতে উদ্যত হইয়া ব্রাহ্মণকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন।

যখন তিনি ব্রহ্মার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ব্রহ্মা বলিলেন "আমি এসব কিছুই বুঝি না যাঁহার পদে তোমার উদ্ভব তাঁহার নিকট যাও।" ইহাতে গঙ্গা বিষ্ণুলোকে যাইয়া সমস্তই বিষ্ণুময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকার ক্ষণকাল দর্শন করিয়া যখন ফিরিয়া আসিবেন ভাবিতেছেন তখন সম্মুখে ভৃগুপদচিহ্ন বিশিষ্ট এক বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া নিজ মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাত করিলে ভগবান্ উত্তর করিয়াছিলেন "আমি ব্রাহ্মণের মহিমা কিছুই জানি না বলিয়া এই তাঁহার পদচিহ্নবক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি।" তখন গঙ্গার ভ্রম দূর হইল এবং ব্রাহ্মণের কাছে এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে সকলেই আমার জলে স্নান করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয় তুমি আমাকে পাপ হইতে মুক্ত কর।

সর্ব্বদা সদাচারী হইয়া সৎকার্য্য করিতে থাক তাহা হইলেই ক্রমে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। হে বৎস এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য শিব আত্মহারা হইয়াছেন। তুমিও যখন আত্মচিন্তায় আত্মহারা হইয়া যাইবে তখন সে জ্ঞান আপনিই আসিবে। আর সদাচারী হইতে বলিয়াছি তাহার কারণ আচারের সহিত আমাদের মনের অতি ঘন সম্বন্ধ তাহার প্রমাণ

দেখ একখানি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিলেই বা মনের ভাব কি প্রকার হয়? আর বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিলেই বা কি প্রকার হয়? সামান্য ফল মূল আহারেই বা মনের ভাব কি প্রকার হয়? আর মাংস ইত্যাদি খাইলেই বা মনের ভাব কি প্রকার হয়? গুণেতেই গুণের উৎপত্তি এবং গুণেতেই লয়। কোন সময়ে একখানি জাহাজ একটা বন্দরে কিছু দিনের জন্য লাগিয়াছিল। পরে যে দিন প্রত্যুষে ঐ জাহাজ ছাড়িবার সঙ্কল্প ছিল তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে একটা কাক আসিয়া ঐ জাহাজের মাস্তুলে আশ্রয় লইয়াছিল। সঙ্কল্প অনুসারে জাহাজ প্রত্যুষে বন্দর ছাড়িয়া চলিল। পরে যখন বহুদূর সমুদ্রে যাইয়া পড়িল তখন ঐ কাক মাস্তুল হইতে উড়িয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু সেই অনন্ত সমুদ্রের কোথায় উড়িয়া যাইব? কিছু দূর যায় আবার ঐ মাস্তুলের উপর আসিয়া বসে। এই প্রকারে সমস্ত দিনমান গত হইল, সন্ধ্যা আগত-প্রায় দেখিয়া ভীত ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িল; তখন নিম্নে যেখানে জাহাজের লোকেরা তাহাদের রক্ষিত পক্ষীদিগকে খাদ্য প্রদান করিয়াছিল সেইস্থানে যাইয়া সচকিত চিত্তে একবার কিছু অবশিষ্ট ভক্ষণ করে আবার উপরে আসিয়া বসে, এই প্রকারে কিছুদিন খাইতে খাইতে তাহার ভয় এত কমিয়া গেল যে সে প্রায়ই

ঐ পক্ষীদিগের নিকট থাকিত ও তাঁহাদের আহারাদি ভক্ষণ করিত। পরে কালক্রমে যখন জাহাজখানি আর একটী বন্দরে পৌছিল তখন সে আর উড়িয়া যাইল না ঐ পক্ষীদিগের মধ্যেই রহিয়া গেল। সেইপ্রকার কাকের ন্যায় অনোন্যপায় হইয়া যেদিন তুমি গুরুপদে একমনে আশ্রয় লইতে পারিবে সেইদিন যে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা তোমার নিকট কঠিন বোধ হইতেছে তাহা সুলভ হইয়া যাইবে। দেখ এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি যেন অবতার হইয়া উঠিও না। তোমার বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া কেবল পরমেশ্বরের আরাধনা কর। দেখ গীতাতে ভগবান্ অর্জ্জুনকে পরমতত্ত্ব উপদেশ দিয়াও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরক্ষা করিতে বলিয়াছেন। অতএব তুমি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবজায় রাখিয়া আত্মচিন্তায় রত থাক ক্রমে শরীর লয় সময়ে তখন স্বভাবতঃ সেই আত্মজ্ঞান প্রকাশ পাইবে। আর যদি তুমি আত্মহারা হইয়া কেবল বিষয়াসক্ত হইয়া পড় তাহা হইলে তৎকালে সেই জ্ঞানেরই স্ফূর্ত্তি পাইবে। যদি তোমার দেহাদিজ্ঞান ভ্রমবৎ হইয়া যায়, তাহা হইলে দেহের লয়ও ভ্রমবৎ হইয়া যাইবে। তখন তুমি ভূতের অতীত হইয়া যাইবে। আর যদি বাচনিক এই তত্ত্ব শুনিয়া জ্ঞানী হইয়া উঠ তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ শাসনে পতিত হইতে হইবে। তোমাদের দেশীয় শ্রীগৌরাঙ্গ দেব যখন সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন

তখন আর স্ত্রীলোকের মুখপানে চাহিতেন না ; কিন্তু এখন দেখা যায় অনেকে সন্ন্যাস ব্রত লইয়া স্ত্রীলোকের সম্পর্ক ছাড়িতে পারেন না। যে সন্ন্যাস-ব্রতে অর্থ আকাঙ্ক্ষা একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হইবে সেই ব্রতে ব্রতী হইয়া অর্থ নহিলে তাঁহাদের তিলার্দ্ধ চলে না। অধিক কি সূত্র বস্ত্র অপবিত্র জ্ঞানে তাহা স্পর্শ না করিয়া বহুমূল্য সুন্দর সুদৃশ্য রেশমী কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকেন। এবং উপাসনা কালে নানা প্রকার মাদকীয় দ্রব্য ববহার করেন, ইহা কেবল ব্যাভিচার ধর্ম্মমাত্র। কারণ ইহাদ্বারা ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা ব্যতাত আর কোনই ফল দর্শে না। জীব কেবল সুখের আশায় ভ্রমণ করিতেছে, মুহূর্ত্তস্থায়ী সুখের জন্য জীবন একেবারে নষ্ট করিতেছে এই দেখিয়া জ্ঞানীরা সুখের ইচ্ছা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। বাস্তবিকও সুখ ও দুঃখ বলিয়া কোন জিনিষ নাই। যেহেতু যে জিনিষটী তোমার নিকট সুখের তাহা অপরের নিকট দুঃখজনক হইতে পারে ; আবার যাহা তোমার নিকট দুঃখের তাহা অপরের নিকট সুখজনক হইতে পারে। সুখ দুঃখ আপেক্ষিক, গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"মাত্রাস্পর্শস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়ি নোহনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥"

ইহা কেবল আমরা আপন আপন কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়া থাকি ও সেই কল্পনা হেতুই সুখ ও দুঃখ অনুভব করি। দেখ যে বস্তু সত্য তাহা সকল দেশে সকল কালে এবং সকল ধর্ম্মেই সত্য বলিয়া কথিত হয়, যদিও তিনিও অনন্ত এবং ধর্ম্ম পথ ও দেশ, কাল, পাত্রভেদে অনন্তপ্রকার করিয়া গিয়াছেন, তথাপি তিনি একমাত্র অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ। তাহার প্রমাণ দেখ যে এক প্রকারের যে কোন জীব বা বস্তু দেখিতে পাও ঠিক্ সেইপ্রকার আর কোন জীব বা বস্তু দেখিতে পাইবেনা। এক স্বভাবের হইতে পারে কিন্তু কোন না কোন অংশে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইবেই হইবে। হে বৎস! তুমি তোমাকে বা আত্মাকে দেখ তাহা হইলেই সমস্ত দর্শন পাইবে নচেৎ এ সংসারে বড় ভীষণ ব্যাপার। তুমি যখন যে অবস্থায় থাকিবে সুখই হউক আর দুঃখই হউক বা যেখানে যাইবে তাহাতে তোমার পার্থক্য কি হইল তাহাই দেখিবে তবে শীঘ্র আত্মদর্শন জ্ঞান হইবে। আত্মদর্শন হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশেতেও তোমার আত্মা দেখিবে; তখন তাঁহারা যে কার্য্য করিতেছেন তাহা তোমারই কার্য্য বলিয়া বোধ হইবে। এই স্মৃতি-জ্ঞানকে সর্ব্বদা স্থির রাখিতে চেষ্টা করিবে; আর ইহা যদি তোমার পক্ষে কঠিন বোধ হয় তবে নারায়ণশিলা বা শিবলিঙ্গে আত্মজ্ঞানে পূজা করিবে। তাহা হইলেই

তিনি প্রসন্ন হইয়া আত্মবুদ্ধি প্রদান করিবেন। অরি সর্ব্বদা আমি কিছুই নয় তিনি বা চৈতন্য-মাত্র কেবল এই শ্রুতি জ্ঞানকে দৃঢ় রাখিতে চেষ্টা করিবে। ভারতের যে এত দুর্গতি হইয়া উঠিয়াছে ইহার মূল কারণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গোলাযোগ ; দেখ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অবহেলা করায় আজকাল তোমাদের সমাজের অবস্থা কিপ্রকার শোচনীয় হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে পাশ্চাত্য সভ্যতাই এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। এক্ষণে চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া একই বৃত্তি অবলম্বনের জন্য ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া বেড়াই-তেছে ; উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া পরের দ্বারে দ্বারস্থ হইতেছে, ও অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া অতি কষ্টে তাহারও উপায় করিতে সক্ষম হইতেছেনা। সকলেরই একদর, উহাদের মধ্যে যদি কাহারও বিশেষ কোন পারদর্শিতা থাকে তিনি হয়ত কোন স্থানে একটী অবলম্বন পাইলেন, তাহাও উদয় অস্ত পরিশ্রম করিয়া পরিশ্রমোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ পাইলেন ; তাহার দ্বারা কষ্টেস্ষ্টেও সংসার ভার নির্ব্বাহ হয় না। উদয় অস্ত পরের পরিশ্রম করিতে যাইয়া আপন কর্ত্তব্য সমস্তই ভ্রষ্ট হইয়া গেল। আবার এদিকে বিলাসিতার এতবৃদ্ধি হইয়াছে যে উপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধেক ঐ বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতে ব্যায়িত হইয়া যায়।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

এ ভাব আর এখন নাই, যখন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রবল ছিল তখন প্রত্যেকে স্ব স্ব থাক্ অর্থাৎ বিভাগে স্থানে পাইত এবং প্রত্যেক বিভাগই প্রত্যেক বিভাগের উপর নির্ভর করিত; যে হেতু তাহা পরস্পর সাপেক্ষ ছিল, এইজন্যই কাহাকেও প্রায়ই জন্মভূমি ত্যাগ করিতে হইত না। এক্ষণে সকলেই সমান হইতে চাহিয়া সেই প্রাচীন মঙ্গলময় প্রথার বিপর্য্যয় করিয়া এই দুর্দ্দশায় পতিত! কেহ বা ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে হইতে পশ্চিম প্রান্তে, কেহবা দক্ষিণ প্রান্তে ছুটিয়াছে; এই প্রকার এক জীবন-যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বা আজীবনই বিদেশে কাটাইতে বাধ্য হইতেছেন। বৃদ্ধ জনক জননীর অন্তিম সময় প্রাণের স্নেহময় পুত্তলি সন্তানকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়াছেন, সন্তানের আসিবার উপায় নাই। কোন কোন সময় ইচ্ছা থাকিলেও অর্থাভাবে আসা ঘটিয়া উঠে না। প্রাণ-প্রতিম স্ত্রী পুত্র, যে পুত্রের স্পর্শসুখ মহাত্মারা চন্দন অপেক্ষাও মধুর বলিয়া গিয়াছেন তাহাও ছাড়িয়া কোন্ বন্যবিভাগে শার্দ্দূলের মুখে বসিয়া আছেন। হয়ত কেহ কেহ স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে রাখিয়াছেন, কিন্তু স্বদেশের অনুরাগ সেইসঙ্গে একেবারেই বিসর্জ্জন করিয়াছেন। প্রতিবেশিবর্গের মঙ্গল চিন্তা একেবারেই

লোপ পাইয়াছে। আর থাকিবেই বা কি প্রকারে? প্রাণপণ পরিশ্রমের পর যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইবে তাহারও অর্দ্ধেক পাশ্চাত্যশিক্ষার কল্যাণে ব্যয়িত হইয়া নিজের সংসার চালানই একরূপ দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক স্বদেশে থাকিলে শরীর দ্বারাও যে উপকার টুকু করিতে পারিত তাহারও উপায় নাই। সন্তানগণকে আধুনিকমতে শিক্ষা দিতে কত ব্যয়ের দরকার, অথচ এই শিক্ষা দ্বারা কি যে জ্ঞান উপার্জ্জন হইতেছে কিছুই বুঝিতে পারি না; কিন্তু একটী গৃহস্থের পক্ষে এইপ্রকার পাঁচটী সন্তানকেও শিক্ষা দেওয়া কি ভয়ানক ব্যাপার হইয়াছে দেখ। আশারূপ অগ্নিতে বিলাসিতার বাতাস যোগ হওয়ায় প্রত্যেকের হৃদয় যে কিরূপ দগ্ধ হইতেছে তাহা দেখিলে বড়ই মর্ম্মাহত হইতে হয়। সকলেই সমান হইব এই চেষ্টায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কে যে কোথায় যাইতেছে কিছুই ঠিক্ পাইতেছে না। এই প্রকারে হিন্দুসমাজের পারিবারিক যে এক অপূর্ব্ব শান্তি ছিল তাহা প্রায় এককালীন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল তাহার ছায়ামাত্র আছে। এবং ঐ ছায়া দেখিয়া যদিও সেই শান্তির আশায় প্রলুব্ধ হইতেছে, কিন্তু অল্প লোকের ভাগ্যেই সে শান্তি ভোগ হইতেছে আর অধিকাংশ লোকের কেবল মন পুড়িতেছে, ও আত্মগ্লানিতে অন্তর জর্জ্জরিত

হইতেছে, তাহার প্রমাণ দেখ পূর্ব্বে ছিল "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" তৎপরিবর্ত্তে এক্ষণে কি ভাব দাঁড়াইয়াছে। যে পুত্রের জন্য পূর্ব্বকালের রাজারা যাগ যজ্ঞাদি করিতেন এক্ষণে নিজের ইন্দ্রিয় সংযমের ক্ষমতা না থাকায় সেই পুত্র ৫।৬টী জন্মিলেই এত ভারবোধ হয় যে অনেকে তাহাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা করিয়া থাকে। আধুনিক শিক্ষাভিমানীরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পছন্দ করেন না কারণ তাঁহাদের কল্পিত বিদ্যার গৌরবে স্ববৃত্তি অবলম্বন করিতে হইলে অনেকের পক্ষে বড়ই অপমান ও লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিবে; কিন্তু তাঁহারা যদি সেই প্রাচীন মঙ্গলময় পরস্পর সাপেক্ষ প্রথার মূলউদ্দেশ্য বুঝিতেন তাহা হইলে এ সমকক্ষ ভাব কখনই তাঁহাদের আসিতে পারিত না ও সমাজের অবস্থা এত শোচনীয় হইত না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিভ্রাটবশতই যত অনর্থ। আমরা এত বল বীর্য্য হীন হইয়া পড়িয়াছি যে সামান্য কারণেই ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ি। তাহার প্রমাণ দেখ যে কোন স্থানে একটি বন্দুকের আওয়াজ শুনিলেই চমকিত হইয়া গৃহমধ্যে পলায়ন করি, অন্যান্য অনেক বিষয়েও আমাদের বল বীর্য্যের এবং ধারণার কোন প্রমাণই পাওয়া যায়না; বরং ভীরুতাই আমাদের স্বভাবের সহিত গঠিত হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়াই চৈতন্যদেব আমাদের এ ব্যাধির ঔষধি "হরেণামৈব কেবলং" ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

শি। জ্ঞান ভক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিলেন কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু একটা সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে

গু। কি সন্দেহ ?

শি। আপনি বার বার হরি নাম জপ করিতে বলিতে-ছেন ; নারায়ণ শিলা পূজা করিতে বলিলেন শ্রীচৈতন্য দেবের শিক্ষার কথা বার বার বলিতে-ছেন তবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী হওয়া কি আপনার অভিমত ?

গু। তোমার সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু আমি ভাবিয়া-ছিলাম তুমি এটা নিজেই বুঝিতে পারিয়াছ। হরিনাম অর্থে যে কালীনাম নয় তাহা তোমায় কে বলিল। আচ্ছা হরি কাহাকে বলে পরে বুঝিবে ; উপস্থিত এই বুঝ যদিও তন্ত্রে শৈব শাক্ত সৌর গানপত্য বৈষ্ণবাদি বিবিধ সম্প্রদায় করিয়াছেন কিন্তু তাহার মর্ম্ম কি ? তুমি কি ভাব ইহার একটি ঠিক, বাকিগুলি ঠিক নহে ? আমি ত আগাগোড়া বলিয়া আসিতেছি অধিকারী হইলে তবে তত্ত্ব জানিতে পারিবে। অধিকার ভেদেই সম্প্রদায় ভেদ। গুণ্যজগৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণাত্মক জানত ?

শি। আজ্ঞা হাঁ তা জানি।

গু। বেশ, মানুষের দেহ জড়পিণ্ড তাহা জান ?

শি। আজ্ঞা তা কি করে ? দেহ কি নড়িতে চড়িতে পারে না ?

গু। ওঃ তোমার মূলে ভুল ! জড় অর্থে কি তুমি ভাবিতেছ ? জড়পদার্থ স্থাবর জঙ্গম সমস্তই। জড় বলিলে ভূতময় বুঝিবে। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ-ভূতাত্মক পদার্থ মাত্রেই জড় বস্তু।

শি। তবে মানুষের দেহ জড় বটে।

গু। তাই যদি হল তবে মানুষ ও ত্রিগুণের বশ।

শি। কাজেই।

গু। কিন্তু এটা স্থির যেন এই ত্রিগুণ সকল পদার্থে সমানাংশে বিদ্যমান নহে ; কেহ সত্ত্বপ্রধান কেহ রজঃপ্রধান কেহ তমঃপ্রধান ইত্যাদি তারতম্য লক্ষিত হয়।

শি। কেন, এরূপ তারতম্য কেন ?

গু। সে অনেক কথা , সে কথা এখন বলিতে গেলে উপস্থিত বক্তব্য বিষয় চাপা পড়িয়া যাবে ; পরন্তু সে দুই একটী কথায় মীমাংসা হইবারও নহে। তাহার আলোচনা করিতে হইলে সমগ্র সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে। আর দেখ কোন একটা প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে অপর যে সমস্ত কথা উঠে আপাতত তাহা স্থির বুঝিয়া

লইয়া প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হয়; পরে সেগুলির আলোচনা বিধেয়, নচেৎ কোন সিদ্ধান্তই স্থির করা যায় না। তুমি উপস্থিত এইটুকু বুঝিয়া রাখ যে পদার্থমাত্রেই সত্ত্ব রজঃ তমের তারতম্য আছে। সমায়ন্তরে তাহার বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। এখন ঐ তারতম্য অনুসারে জীবের প্রকৃতিও বিভিন্ন। কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজসিক, কেহ বা তামসিক। মনুষ্যের প্রকৃতি অনুসারেই অধিকার ভেদ, নচেৎ সমস্তই এক। যে বিষ্ণু সেই কালী, সেই দুর্গা এমন কি সেই তুমি সেই আমি সেই ভ্যাড়া সেই গাছ সেই পালা জগতে সেই ছাড়া আর কিছুই নাই। সেইজন্যেই ত বলেছে "একমেবা দ্বিতীয়ং" ইহার অর্থ ত এ নহে যে কালী দুর্গা রাধা কৃষ্ণ এ সব কিছু নহে কেবল চক্ষু বুজে অন্ধকার দেখা। আর গীতাতেও ত বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ, সর্ব্বশঃ॥
"মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এই সকল শ্লোকের অর্থ কি? মনে করিও না যে তিনি বলিয়াছেন সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে অর্থাৎ এক কৃষ্ণকে ভজনা কর, কৃষ্ণ ব্যতীত আর উপাস্য নাই। তিনি এই অর্থে বলিয়াছিলেন যে একমাত্র পরমাত্মা সত্য, নিত্য, তাঁহাকেই তুমি অবলম্বন কর। হে বৎস! এই জ্ঞানের স্থিতি হইলে তখন তুমি সমস্ত আনন্দময় বা আত্মস্বরূপ দেখিবে। আর এইপ্রকার চেষ্টা করিতে থাক তাহা হইলে এজন্মে না হয় পরজন্মে তাহার ফল ফলিবেই ফলিবে। তখন তোমার ক্ষতি বা লাভ বলিয়া কিছুই থাকিবে না বড় এবং ছোট সকলই সমান হইয়া যাইবে। তুমি বৈষ্ণব হও কি শাক্ত হও তাহা কিছু আমি বলি নাই; তুমি যেমন অধিকারী হইবে তদ্রূপ বিধান হইবে। গুরু আপনি বিচার করিয়া তুমি যে উপাসনার উপযোগী তোমাকে তাহাই শিক্ষা দিবেন; তুমি সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। আমি সাধারণ ভাবে বলিতেছি। হরি অর্থে আমি শিবদুর্গা রাধাকৃষ্ণ ষষ্ঠীমার্কণ্ড সমস্তই বুঝি আর সেইভাবে আমি বলিয়াও আসিতেছি। এখন বুঝিতে পারিলে?

শি। আজ্ঞা হাঁ বুঝিয়াছি। সাধনার লক্ষণ কি?

শি। যখন তুমি দেখিবে নামে রুচি ও জীবে দয়া আসিয়াছে তখন জানিবে যে সাধনপথ পাইয়াছ। কিন্তু সেই নাম যে কি তাহা আমি তোমায় ঠিক্ করিয়া বলিতে পারি না কেননা এই নামের জন্য কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদরূপে একদিন ভগবানকে রথের সারথি হইতে হইয়াছিল। এবং ঐ নামের জন্য শিব অনন্ত কাল ধ্যানস্থ রহিয়াছেন সেই নাম আমিও জপ করি কিন্তু নাম যে কি তাহা জানি না।

শি। তবে আমি অহরহঃ নাম জপ করিতে থাকি। আশীর্ব্বাদ করুণ হরি যেন কৃপা করেন।

গু। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি পূর্ণকাম হও। কিন্তু বাপু একটী কথা বলে রাখি। নাম করিবে বটে কিন্তু নাম করিতে যেন নাম অপরাধ ঘটাইও না; তাহা হইলেই হিতে বিপরীত; ভক্তিভরে প্রেমোচ্ছাসে একবার নাম করিলে অনন্তকোটী অপরাধ মার্জ্জনা হয় কিন্তু নামাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

শি। প্রভো নামাপরাধ আবার কি?

গু। নামাপরাধ তুমি এখন মোটামুটি এই বুঝিয়া রাখ যে নাম লইতেছ বলিয়া মনে যেন তমঃ না হয়; মনে যেন এ ভাব না হয় শত অপরাধ করি না কেন

একবার নাম করিব সব মার্জ্জনা হইবে। সে নাম লওয়া নাম লওয়া নয়। এইজন্যই তৃণাদপি শ্লোকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নাম লওয়া কাজটী ও বড় সোজা ভাবিও না। নাম লওয়া যদি নিতান্ত সহজ হইত তবে সকলেই লইত, সকলেই সাধু হইত। সেইজন্যই ত কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণব হইতে মনে হয়েছিল সাধ।
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ॥"

নাম লওয়াই কলির জীবের ব্যবস্থা; কিন্তু তাহাতেও গুরুপদাশ্রয় আবশ্যক। ওস্তাদ রাখিয়া সবই আদায় করিতে হয়; স্বয়ং সিদ্ধ হওয়া যায় না। তাই বার বার বলিতেছি গুরু সঙ্গ কর সকল বিসম্বাদ দূর হইবে।

শি। ভগবন্ আপনার কৃপায় আমি ধন্য হইলাম। কৃপা করে আর একটী সন্দেহ দূর করুণ। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর স্বামী ও শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মতের কি কোন পার্থক্য আছে?

গু। কিছু না বাপু হে এত বলিলাম, এত শুনিলে এখনও সেই সন্দেহ? গুরু শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত-বাদ আর পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বৈতবাদ আপাতদৃষ্টে বিরোধী হইলেও একবস্তু; কোনও

পার্থক্য নাই কোনও বৈষম্য নাই, কেবল মর্ম্মের ধাঁধা। এক পরমাত্মা পরমপুরুষ সত্যস্বরূপ নিত্যসত্ত্ব তাহাতে আর সন্দেহ নাইত? যে দিকেই যাও আর যাহাই বল পরমব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নাই। অদ্বৈতবাদী একথা স্পষ্ট বলিয়াছেন, দ্বৈতবাদী একটু ঘুরিয়া চলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ বলেন এক ব্রহ্মই নিত্য আর সমস্ত অনিত্য; দ্বৈতবাদ বলেন ব্রহ্ম নিত্য এবং জীবও নিত্য; ভালই ত জীবকেও ব্রহ্মের সঙ্গে নিত্য বলিতে আমার কোনও আপত্তি নাই আর তাহাতে অদ্বৈতবাদেও দোষ পড়ে না; কারণ জীব নিত্যই হউক আর অনিত্যই হউক ব্রহ্মছাড়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। খ্রীষ্টানের মতে যেমন সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বরও সয়তান দুই স্বতন্ত্র পদার্থের কল্পনা করা হয়, দ্বৈতবাদের সে মত নহে; দ্বৈতবাদ বলেন জীব ব্রহ্মের বিভূতি; ব্রহ্মও নিত্য জীবও নিত্য। এ কথা ত ঠিকই, যাহা ব্রহ্মের বিভূতি তাহা নিত্য বই আর অনিত্য কি হইতে পারে তাহা নিত্য ও চিরন্তন। তখন ব্রহ্ম ও জীব নিত্য বলাও যা আর একমাত্র ব্রহ্ম নিত্য এ কথা বলাও তাই, কেবল কথার মার প্যাঁচ, মর্ম্ম কিন্তু একই।

শি। নিত্য অর্থেত যাহার ধ্বংশ নাই? জীব যদি

নিত্য হয় তাহা হইলে আমিও নিত্য ; তবে কি আমি চিরকালই থাকিব, আমার এ দেহের পতন হইবে না ?

গু। বাপু হে, সব গোল করিলে, তুমি নিত্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? তুমি যে মরিবে না তাহাও সত্য, কিন্তু তোমার এ দেহের পতন অবশ্যম্ভাবী। তোমার কেবল দেহ লইয়াই তুমি নহ ; তোমার 'তুমি' দেহ ছাড়া স্বতন্ত্র বস্তু, দেহের পতনে তোমার পতন হইবে না। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

এখন বোধহয় বুঝিলে তুমি প্রকৃতই নিত্য, সত্য-স্বরূপ শাশ্বত পুরুষ। এখন কথা হইতেছে যে অদ্বৈতবাদী বলে "ব্রহ্মৈব সত্যং প্রত্যক্ষাদি সিদ্ধং বিশ্বং ব্রহ্মণি আরোপিতং। যথা রজ্জুঃ রজ্জুস্বরূপাজ্ঞানাৎ সর্পবৎ প্রতিভাতি, তথা ব্রহ্মস্বরূপাজ্ঞানাৎ বিশ্বং বস্তুবৎ প্রতিভাতি জীবাশ্চাপি পর্য্যবসানে ব্রহ্মৈব ব্রহ্মান্যাৎ সদ্বস্তুনাস্তি।" আর দ্বৈতবাদী বলেন "পরমাত্মনো জীবাত্মা পৃথক্, তত্রেশ্বরঃ

সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মা একএব। জীবঃ প্রতিশরীরং ভিন্নঃ বিভুর্নিত্যশ্চ। কিন্তু জীব কেবল জীবাত্মা নহে তাহাতেও পরমাত্মাংশ বিদ্যমান আছে, কারণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মতে প্রকৃতি পুরুষয়োভিন্নত্বেঽপি মিলিতয়ো স্তয়ো ব্রহ্মত্বং। পুরুষস্তদতিরিক্তা প্রকৃতিঃ কিন্তূভয়মিতং ব্রহ্মচণক দ্বিতয়বৎ। ইত্থং ব্রহ্মণ একত্বং ব্যবস্থিতং। চিৎ পরমাণু স্বরূপো জীবঃ সমস্তবিশ্বং ব্রহ্মাংশঃ। এখন দেখিতেছি সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মাংশ যখন জীবে বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন জীবকে কি করিয়া ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র বলিব। শ্রীমদ্‌গুরু শঙ্কর স্বামী বলিয়াছেন "চিদানন্দোঽহং শিবোঽহং শিবোঽহং"। এদিকে দ্বৈতবাদিগণও বলেন জীব ক্ষুদ্রানন্দ ও পরমাত্মা পূর্ণানন্দ। অতএব দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ উভয়ের লক্ষ্য একই বস্তু; কেবল বাক্যগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য। জীব আপতদৃষ্টে ভিন্নপদার্থ হইলেও সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মাংশ ভূতপদার্থ অবলম্বন করিয়া জীবরূপে আবির্ভূত। দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদে যে ব্রহ্মের অবতারণা করিয়াছেন তাহা সগুণ ব্রহ্ম, ব্রহ্মের সেই সগুণ অবস্থাও তৎপ্রসূত জীব বিভিন্নপদার্থ নহে। এদিকে কর্ম্মানুষ্ঠানক্রমে জীব ক্রমশঃ

উন্নত হইতে হইতে পরে ব্রহ্মপদবীর দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু জীব যতক্ষণ জীব থাকিবে সে যতই কেন ব্রহ্মোন্মুখীন হউক না কেন সে ততক্ষণ জীবই থাকিবে ব্রহ্ম হইতে পারিবে না. জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এক অনুত্তীর্য্য প্রণালি চিরকালই রহিয়া যাইবে। দ্বৈতবাদী এই বলিয়া নিজমত সমর্থন করিতেছেন; তাঁহারি একথা সম্পূর্ণ সত্য, আবার অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন যে জীব উন্নত হইয়া ব্রহ্মে সংসক্ত হয়, একথাও সত্য কিন্তু জীব তখন আর জীব থাকে না। অতএব এপক্ষেও অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ একই বস্তু প্রতিপন্ন করিতেছেন। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদে কোন পার্থক্য নাই তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে সৃষ্টি প্রারম্ভ ধরিলে আমি অদ্বৈতবাদী আর জীবের সিদ্ধাবস্থা ধরিলে আমি দ্বৈতবাদী। শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। সে কথা শুনিবার তোমার এখন ও অধিকার হয় নাই, কারণ সে মহারাসের কথা, রসিক ব্যতীত অন্যের শ্রাব্য নহে।

শি। গুরুদেব আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার কৃপা লাভ হইয়াছে আমার মনের আঁধার দূর হইয়াছে, এখন আশীর্ব্বাদ করুন ভগবৎ কৃপা-

লাভে যেন বঞ্চিত না হই। জীবের সিদ্ধাবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ এই শেষ প্রশ্নের সদুত্তরদানি করিয়া আমায় বিদায় দিন।

গু। বৎস! সিদ্ধাবস্থার ব্রহ্মজ্ঞান জানিতে হইলে শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাভাব অবস্থা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে।

পদ।

গোরা ভাসিছে প্রেমতরঙ্গে।
গোপীভাবে সোণার গোরা গোপীপ্রেমে
ভাসে প্রেমরঙ্গে॥
আপনা ভাবিয়ে রাধা গোপীভাবে প্রেমে সাধা
সে যে মহারাসভাব যাহে কহে মহাভাব
প্রেমে ভূমে লুটে গৌর অঙ্গে;
সে প্রেমেতে বিকল ভাবাবেশেতে পাগল
রাধা বলিতে শিহরে অঙ্গে।
রাই কমলিনী শ্যাম বিনোদিনী
গোরা আপনি মানিনী দুর্জ্জয়া;—
ভাবে ব্রজেন্দ্র নন্দন হৃদয়ে মিলন
সাত্ত্বিকে শিহরে কায়া;
পুলকে শিহরে যথা কদম্ব কেশরে
শত ধারে, প্রেমধারে
ধারাকারে, বহে ধারা।

প্রেমস্বেদ ধারে   মিশি আঁখি ধারে
অবিরল ধারে প্লাবে ধরা,
আবেশে অবশে   কেঁদে কেঁদে গোরা হাসে
রাধা বলে বাহু তুলে ;
কৃষ্ণচন্দ্রের মিলনে   বিচ্ছেদ তাড়নে
মহাভাবে নাচে রঙ্গে ।
সে যে পুরুষ প্রকৃতি   একাধারে রতি
দ্বিদল চণকরূপে ;—
অন্তরে শ্যামল,   বাহিরে ধবল,
রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে ;—
ভূধর বারিধর
চরাচর কৃষ্ণকায়া ;
সে প্রেমপাগলিনী   শুনি বংশী ধ্বনি
জীব জগপতি জায়া ;
শ্রীনন্দনন্দন   করেন রমন
তাহা কত প্রেমানন্দ ;
জলে স্থলে   অনিলে অনলে
আলো করে গোকুলে শ্রীগোবিন্দ ;
শ্যাম ননীচোরা   হয়েছে মনোচোরা ;
সে প্রেম স্বরসে   পিতে মনো আশে
শ্রীরাসরসিকা   প্রেমের গোপিকা
কৃষ্ণপ্রেম সাধিকা রাধিকা অনুরাধিকা,
প্রেমে চুমে ক্ষণে ক্ষণে   বিভোলা প্রেম আসঙ্গে ।

হৃদি বৃন্দাবনে প্রেম কাননে
শ্রীবংশীকরে রাধাবামে ধরে
দোলে প্রেমহিল্লোলে,
তাহে প্রেমের যমুনা
প্রেমের উজান
প্রেমের কোকিলা করে কুহুতান
প্রেমের ময়ূরী নাচিছে খঞ্জন
প্রেম বোলে প্রেম তালে ;
হেন প্রেমরসে মাগিছে দাসে
সরসে দীন সুরেন ভাবে
যেন দিবস যামিনী করি হরি ধ্বনি
আপনা নেহারি গোপেন্দ্র কামিনী
সেই মহাভাবে তন্ময় ভাবে
গৌর অঙ্গে দিয়ে অঙ্গে
প্রেমে কুতুহলী কুলে দিয়ে জলাঞ্জলী
অকুলে পেয়ে কুলে,
গৌর হে ! পিব প্রেম পরিমল তবসঙ্গে ॥

বৎস ! বুঝিলে কি ? শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোন্মাদ অবস্থাই যথার্থ মহাভাব আস্থা। যখন তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণময় দেখিয়া আপনাকে কৃষ্ণপ্রেমবিরহিণী পাগলিনী গোপকামিনী বোধে সুনীল-শ্যাম-ঢল-ঢল-জল-জলল-সাগর কৃষ্ণ ভাবিয়া আলিঙ্গন সুখ অনুভব করিতে ঝম্পপ্রদান করিলেন তখনই তাঁহার চরমব্রহ্মজ্ঞান,

এ অতি গূঢ়তত্ব, অধিকারী নহিলে উহা বুঝা যায় না। মহাপ্রভুর এভাব বিশিষ্টাদ্বৈতভাব। এখন যাহা বুঝিয়াছ তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক; পরে শ্রীরাসরসের মহাতত্ত্ব জানিবার অধিকার জন্মিলে সমস্তই জানিতে পারিবে। এখন গৃহে যাও প্রথমে আত্মতত্ত্ব নির্ণয় কর, পরে রসাস্বাদন পাইবে। যদি বল আত্মা আবার কি ? আমার আত্মবোধে প্রয়োজন নাই, ঈশ্বরে ভক্তি হউক এবং জগতের কার্য্য সুশৃঙ্খলায় চালাইতে পারি ও সাংসারিক মঙ্গল সংসাধিত করিতে পারি তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল আমার আত্মবোধের আবশ্যক কি ? বাপু জানত "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকে বসন্তি।" হে বৎস ঈশ্বর উপাসনা দ্বারা তোমার হৈতুকী ভক্তি হইবে এবং তদ্দারা তুমি বাহ্য সুখলাভ করিতে পারিবে; কিন্তু সে সুখ কতকাল স্থায়ী বিবেচনা করিয়া দেখ। সে পুণ্যের ক্ষয় হইলেই তোমায় আবার সামান্য জীবের মত কর্ম্ম পাকে পড়িতে হইবে। হয় ত পুণ্যভোগের সময় লোভ পরবশ হইয়া এরূপ কার্য্য করিয়া বসিবে যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধম যোনিপ্রাপ্ত হইবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে জীব লক্ষ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া তবে নর কলেবর প্রাপ্ত হয় তাহার প্রমাণ দেখ; বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতি।
কৃময়ো রুদ্র সংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকং॥

ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোহভ্যগাৎ ॥

এখন যাহ্ছে তোমাকে মনুষ্যবৎ দেখাইতেছে বটে, কিন্তু তোমার অন্তর পশুর ন্যায়; তাহার প্রমাণ তুমি আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুনের বশীভূত, তাহারাও তাই। জাতিগত অভিমান তোমাতে যেরূপ পশুতেও সেইরূপ; সুতরাং তোমাতেও পশুতে প্রভেদ কি? যেমন মনুষ্য তোমরা, নানাপ্রকার পশু ধরিয়া আনিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধি কর; অর্থাৎ বৃষ, অশ্ব দ্বারা শকট চালনা ইত্যাদি কার্য্য কর, সেইরূপ তোমরাও প্রকৃতির অধীন হইয়া পশুবৎ কার্য্য করিতেছ। সুখের আশা করিয়া প্রকৃতিকে অবলম্বন করিতে গিয়া মরীচিকায় মৃগতৃষ্ণিকাবৎ দিগ্‌-ভ্রমে পতিত হইয়া ব্যাকুল হইয়া প্রাণ হারাও। একটী উপন্যাস শুন, কোন সময়ে কোন একটী ব্রাহ্মণ লক্ষ্মী প্রাপ্তি উদ্দেশে গায়ত্রী পুরশ্চরণাদি তপস্যা করিতে-ছিলেন, পরে কার্য্য সফল হইল; তিনি রাজা হইয়া প্রচুর পরিমাণে ধনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল স্ত্রী পুত্র অট্টালিকা ইত্যাদি হউক এবং সকলই তদনুযায়ী হইল। কিছুদিন ঐ সকল সুখ সম্ভোগের পর তাঁহার মৃগয়ায় যাইতে ইচ্ছা হইল; এবং অনেক অনুচর সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গমন করিলেন, পরে শীকার অন্বেষণ করিতে করিতে সঙ্গিগণকে পশ্চাৎ

ফেলিয়া নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন একটী কাপালিক বসে রহিয়াছেন, তিনি রাজাকে উপবিষ্ট হইতে বলিলেন, রাজা ভয়ে উপবিষ্ট হইতে চাহিলেন না; কিন্তু কাপালিক বলপূর্ব্বক বসাইয়া বলিলেন যে এতদিনে আমার কার্য্য সফল হইবে বোধ হইতেছে; তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার কি কার্য্য তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি অনেক দিন হইতে লতা সাধন করিতেছি আমার সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে কেবল একটী রাজমুণ্ডের অভাব সুতরাং যেরূপেই হউক তোমার মুণ্ড আমি চাই; যদি স্বেচ্ছায় না দাও তবে বলপূর্ব্বক লইব," তখন রাজা ভয়ে বিহ্বল হইয়া কাতরোক্তি করায়, কাপালিক বলিলেন আচ্ছা তোমার প্রাণদান করিলাম, কিন্তু আমায় একটা তোমার চক্ষু দিতে হইবে; তাহাতে তোমার প্রাণও রক্ষা এবং আমারও পূর্ণাহুতি হইতে পারে। তুমি জান আমার হাতু হইতে তোমার একেবারে নিস্তারের আশা নাই, যেরূপেই হউক তোমার দ্বারা আমার কার্য্যসিদ্ধি করিব। রাজা অগত্যা অতি কষ্টে একটী চক্ষু দিয়া প্রাণে প্রাণে বাটী ফিরিয়া গেলেন। বাটী আসিয়া চক্ষুর নানারূপ চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ক্ষত স্থান আরাম করিতে পারিলেন না; পরন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণা আরও বাড়িল; তখন তিনি ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে

প্রার্থনা করিলেন, হে ভগবন্ এ যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করিতে পারি না, ইহাপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। হে পুত্র! এখন দেখ যে সেই আত্মার শান্তির জন্য ঐ রাজা শরীর ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত, পরে শীঘ্রই রাজা শরীরও ত্যাগ করিলেন। কিন্তু দেখ ঐ রাজার কি মৃত্যু হইল? কেবল আত্মার শান্তির অভাবে তিনি দেহত্যাগ করিলেন মাত্র তাঁহার ভোগের শেষ হইল না; সেই জন্য তাঁহার পুনর্জন্ম হইবে। হে পুত্র! এই প্রকার জীব সুখের জন্য পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু মৃগ যেমন আপন নাভি কস্তুরির ঘ্রাণে আত্মহারা হইয়া অনবরত ছুটিতেছে, তোমরাও সেইরূপ তোমাদের বাহ্য সুখ আশায় আন্তরিক সুখ ত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছ; তাহার প্রমাণ দেখ তোমার এত প্রিয় স্ত্রী তোমাকে ত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিতা হইল, কিন্তু তোমার তথাচ স্ত্রী সম্ভোগের আশা মিটে নাই, তুমি আবার নূতন স্ত্রী গ্রহণে প্রস্তুত হইলে, এই প্রকার তুমি বলিয়া নহ জীব মাত্রই এমন কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণও সময় সময় এই মায়া চক্রে পতিত হইয়া ভ্রমণ করিয়াছেন। অতএব হে বৎস! যতক্ষণ মনেতে এই মায়াকে পূর্ণরূপে জানিতে না পারিবে ততক্ষণ তোমাকে ইহা যাতায়াত করাইবে, এবং আত্মা যে কি বস্তু তাহা সম্যকরূপে দেখিতে দিবে না। এখন যাহাতে

তোমার বাসনা নিবৃত্তি হয় তাহার উপায় পূর্ব্বেই কর (অর্থাৎ তাঁহার নাম কর) পরে নাম করিতে করিতে ভোগ হইতে নামে রত হইবে, তখন আত্মা কি বুঝিতে পারিবে।

সৎ সঙ্গত্বাৎ নিঃসঙ্গত্বং
নিঃসঙ্গত্বাৎ নিশ্চলচিত্তং
নিশ্চলচিত্তাৎ জীবনমুক্তিঃ।

মহাত্মা শুকদেব রাজর্ষি জনকের নিকট যাইবার সময় ত্যাগ অভিমানে মত্ত হইয়া মনে মনে বিচার করিতেছিলেন যে সামান্য রাজা আমার গুরুপদবাচ্য হইবেন ইহা পিতা আমাকে কেন আদেশ করিলেন। এই চিন্তা করিতে করিতে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া দ্বারপাল দ্বারা সংবাদ করিলেন। দ্বারী রাজার নিকট নিবেদন করিল; কিন্তু রাজা 'আচ্ছা' বলিয়া আপন কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে দুই দিবস গত হইবার পর রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সন্ন্যাসী দ্বারে উপস্থিত আছেন কি? দ্বারী উত্তর করিল যে তিনি দ্বারে উপস্থিত আছেন; তখন রাজা দ্বারীকে আদেশ করিলেন যে তাঁহাকে আনয়ন কর; এবং তাহাই হইল। শুকদেব গিয়া দেখেন যে রাজা এক হস্ত ষোড়শী রমণীর অঙ্গে ও অপর হস্ত অগ্নিতে রাখিয়া রাজকার্য্য

দেখিতেছেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া আসুন শুকদেব আসুন ঐস্থানে উপবিষ্ট হউন এই কথা বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ঐ কথা শুনিয়া রাজা কি প্রকারে আমার নাম জানিতে পারিলেন এই বিতণ্ডা শুকদেবের মনে মনে হইতে লাগিল; এবং অনেক বিতণ্ডার পর স্থির করিলেন যে রাজা সামান্য লোক নন। কিছুক্ষণ পরে রাজা শুকদেবকে সেবার জন্য অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং নানাবিধ প্রকারে তাঁহার সেবা করিলেন। কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্য কিছুতেই বিচলিত হইল না দেখিয়া রাজা বলিলেন হে শুকদেব! তোমাকে এই পূর্ণ তৈলপাত্র লইয়া আমার এই নগর ভ্রমণ করিয়া কোথায় কি হই-তেছে দেখিয়া আসিতে হইবে দেখ, যেন এক ফোটা তৈল ভূমে না পড়ে, এই কথা বলিয়া কর্ম্মচারীদিগকে নগরে নানাপ্রকার উৎসব করিতে আদেশ করিলেন। শুকদেব তৈলপাত্রে মননিবেশ করিয়া অতিকষ্টে বহুক্ষণ পরে নগর পর্য্যটন করিয়া রাজার নিকট আসিলে রাজা তাঁহাকে নগরের কোথায় কি হইতেছে জিজ্ঞাসা করায়, বলিলেন আমি কিছুই দেখি নাই কারণ আমার মন তৈলপাত্রে ছিল। তখন রাজা সহাস্য বদনে বলিলেন তুমি যেমন মন তৈলপাত্রে রাখিয়া নগরের উৎসব কিছুই দেখিতে পাও নাই আমার মন সেইপ্রকার আত্মচিন্তায় থাকিয়া রাজকার্য্য চালাইতেছে সুতরাং

রাজকার্য্য কোথায় কি হইতেছে, কোন বস্তুর উপরই বিশেষ লক্ষ নাই। শাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ দেখ,—

"পুঙ্খানুপুঙ্খ-বিষয়েক্ষণতৎপরোঽপি,
ধীরো ন মুহ্যতি মুকুন্দপদারবিন্দং।
সঙ্গীতনৃত্যকতিতালবশঙ্গতাপি,
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব॥"

হে বৎস এই প্রকার আত্মাতে মনোনিবেশ করিয়া তুমিও তোমার কার্য্য করিতে থাক, তখন ক্রমে দেখিবে যে কোন কার্য্যেই আশক্তি থাকিবে না। একথা তোমাকে বলিতেছি কারণ তোমাতে ভগবৎ কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে; তাহার প্রমাণ তোমার যে বস্তুতে বিশেষ আশক্তি আছে সেই বস্তুরই অনিত্যতা দেখাইয়া দিতেছেন; কারণ এই প্রকৃতি যখন যাঁহার উপর প্রসন্ন হন তখন তাঁহাকে তাঁহার অনিত্যমূর্ত্তি দর্শন করান, এবং বলেন যে আমার স্বামী যিনি পদতলে মহানিদ্রায় নিদ্রিত তাঁহার কৃপা প্রার্থনা কর তাহা হইলেই তোমার পরম শান্তি লাভ হইবে। এই কারণেই বলিতেছিলাম যে, গৃহে ফিরিয়া যাও, সংসারে থাকিয়া অনাশক্তভাবে সংসারের কার্য্য কর, আর ঐকান্তিকতা সহকারে ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা হও। সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া একান্তমনে হরিসাধনা করিলে চৈতন্যোদয় হইবে, হৃদয়ে প্রেম স্ফূর্ত্তি পাইবে; তখন রাধাকৃষ্ণের উজ্জ্বলরস-

আস্বাদনের অধিকার জন্মিবে। অহৈতুকী ভক্তি ব্যতীত রসিক হইবে না, এবং রসিক না হইলে রসের মাধুর্য্য বুঝিতে পারিবে না। তাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি গৃহে যাও নির্লিপ্তভাবে নিষ্ঠাবান হইয়া নাম লও, অহৈতুকী ভক্তি সাধন কর, খরস্রোতে হৃদয়ে প্রেমস্রোত বহিবে, অনঙ্গমঞ্জরী আপনি তোমায় সখী সাজাইয়া শ্রীরাস-মণ্ডলের সাথী করিবেন; জানিবে সেইদিন গর্ভবাস সার্থক হইল।

শি। প্রভো আজ আমার কি সুপ্রভাত! আমার জীবন আজ ধন্য হ'ল, আপনার অমৃতময়ী শিক্ষায় আজ আমার মনের আঁধার দূর হ'ল। আশীর্ব্বাদ করুন শ্রীগৌরাঙ্গ যেন আমায় এই রঙ্গের সঙ্গী করেন। গুরুদেব আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হ'ল।

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সম্পূর্ণ।